বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

বিটিআরসি ভবন, প্লট নং# ই-৫/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ

নং-১৪.৩২.০০০০.৭০২.৯৯.০১১.২২.৬৭ তারিখ: ১২-০৩-২০২৪ খ্রি:

বাংলাদেশে ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী (আইএসপি)

এর জন্য

রেগুলেটরি এবং লাইসেন্সিং গাইডলাইন

সূচিপত্র

১.	আইএসপি সেবা প্রদানের জন্য রেগুলেটরি এবং লাইসেন্সিং গাইডলাইন	০৩-১৯
২.	**পরিশিষ্ট-১:** সংজ্ঞা এবং ব্যাখ্যা.....	২০-২২
৩.	**পরিশিষ্ট-২:** শব্দসংক্ষেপ এর তালিকা.....	২৩
৪.	**পরিশিষ্ট-৩:** নতুন লাইসেন্স/লাইসেন্স নবায়নের জন্য আবেদন ফর্ম.....	২৪-২৮
৫.	**পরিশিষ্ট-৪:** অঙ্গীকারনামা/ঘোষণাপত্র এর নমুনা.....	২৯-৩১
৬.	**পরিশিষ্ট-৫:** ব্যাংক জামানত এর নমুনা	৩২-৩৩
৭.	**পরিশিষ্ট-৬:** আইএসপি লাইসেন্স এর নমুনা	৩৪-৪৩

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

বিটিআরসি ভবন, প্লট নং# ই-৫/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ

ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী (আইএসপি) এর জন্য
রেগুলেটরি এবং লাইসেন্সিং গাইডলাইন

১। প্রারম্ভিক

১.১ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ (সংশোধিত) (অতঃপর ''আইন'' বলে অভিহিত) এর ধারা ৩৬ এর অধীনে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, টেলিযোগাযোগ সেবা পরিচালনা, টেলিযোগাযোগ সেবার বিধান প্রণয়ন, যোগ্যতার মানদন্ড এবং লাইসেন্সের অন্যান্য সাধারণ শর্তাবলী নির্ধারণ করার জন্য বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (অতঃপর ''কমিশন'' বলে অভিহিত)-কে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

১.২ কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ খাত বিশেষতঃ ইন্টারনেট সেবার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এক নতুন যুগে প্রবেশ করছে। স্বচ্ছতা, ন্যায্যতা, বৈষম্যহীনতা এবং অন্যান্য সকল প্রাসঙ্গিক নীতি যথাযথ বিবেচনা করতঃ কমিশন লাইসেন্সিং (প্রসিডিউর) রেগুলেশন, ২০০৪ এর আলোকে ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী (আইএসপি) লাইসেন্সের ব্যাপারে গাইডলাইন জারি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

১.৩ এই গাইডলাইন এবং তৎসংশ্লিষ্ট লাইসেন্সের শর্তাবলী এই আইন, তৎপরবর্তী কোনো আইন, সরকার কর্তৃক প্রণীত বিদ্যমান আইন বা খাত সংশ্লিষ্ট নীতি, এবং সরকার বা কমিশন কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে সময়ে সময়ে জারি করা অন্যান্য বিধি, প্রবিধান, ডিক্রি, আদেশ, সিদ্ধান্ত, গাইডলাইন, নির্দেশনা এবং দলিলাদি এর সাথে সামঞ্জস্য করে পড়তে হবে। এই আইনে বিশেষভাবে বলা হয়েছে যে, লাইসেন্স ছাড়া বাংলাদেশে বেতার যন্ত্রপাতি সহ টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা বা ব্যবহার এবং লাইসেন্স ব্যতিরেকে বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান করা অপরাধ বলে গণ্য হবে; যা কারাদন্ড বা জরিমানা বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয়।

১.৪ জনস্বাস্থ্য, জাতীয় নিরাপত্তা এবং বিধিবদ্ধ বা আদালতের আদেশের জন্য হুমকিসহ বিভিন্ন বিষয়, যা এতে সীমাবদ্ধ নয়, বিবেচনায় নিয়ে এই গাইডলাইন কোনো অগ্রিম নোটিশ প্রদান ব্যতিরেকে সময়ে সময়ে প্রত্যাহার, পরিবর্তন, হালনাগাদ বা সংশোধন করা যেতে পারে।

২। ব্যাখ্যা, সংজ্ঞা এবং শব্দসংক্ষেপ

এই গাইডলাইনে ব্যবহৃত শব্দাবলীর সংজ্ঞা এবং ব্যাখ্যা পরিশিষ্ট-১ হিসাবে সংযুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া পরিশিষ্ট-২ এ শব্দসংক্ষেপসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে।

৩। উদ্দেশ্য

৩.১ বর্তমান সেবার দিক বিবেচনাপূর্বক আইএসপি সিস্টেম এবং তৎসংশ্লিষ্ট সেবাসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে এই গাইডলাইন প্রস্তুত করা হয়েছে। এটি ইন্টারনেট সেবাকে আরও গ্রাহকবান্ধব করতে সাহায্য করবে এবং অপারেটরদের উদ্ভাবনী এবং নব কর্মদ্যোগ গ্রহণের পথ সুগম করবে, যা ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সাহায্য করবে।

৩.২ লাইসেন্স ব্যতীত কোনো ব্যক্তি বা ব্যবসায়িক সত্তা আইএসপি সিস্টেম ও সেবা সংশ্লিষ্ট স্থাপনা নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনা করতে পারবে না।

৩.৩ বাংলাদেশে ইন্টারনেট/ডাটা সেবা সংশ্লিষ্ট স্থাপনা নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ কাঠামো সম্পর্কিত ধারণা প্রদান করা এই গাইডলাইনের লক্ষ্য।

৪। লাইসেন্সের আওতা

৪.১ প্রান্তিক গ্রাহকদের সকল ধরনের ইন্টারনেট/ডেটা এবং আইপি-ভিত্তিক সেবা লাইসেন্সধারী প্রদান করবে।

৪.২ এনটিটিএন অপারেটর হতে ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক লিজ/সাব-লিজ লাইসেন্সধারী গ্রহণ করবে। তবে এনটিটিএন সেবার অপ্রাপ্যতার ক্ষেত্রে আইএসপি অপারেটরগণ ইনফ্রাস্ট্রাকচার শেয়ারিং গাইডলাইনের বিধান অনুসরণপূর্বক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে। লাইসেন্সধারী, কমিশন থেকে যথাযথ নির্দেশনা এবং অনুমোদন গ্রহণ সাপেক্ষে ওয়াইফাই প্রযুক্তি ব্যবহার করে গ্রাহকদের সেবা প্রদান করতে পারবে।

৪.৩ লাইসেন্সধারী নিজস্ব প্রান্তিক সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে গ্রাহকদের ইন্টারনেট/ডেটা সেবা প্রদান করতে পারবে। তবে উক্ত প্রান্তিক সংযোগের দৈর্ঘ্য মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য ০৩ (তিন) কিলোমিটার এবং মেট্রোপলিটন এলাকা ব্যতীত অন্যান্য এলাকার জন্য ০৬ (ছয়) কিলোমিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। প্রান্তিক সংযোগের ক্ষেত্রে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সকল নির্দেশ/নির্দেশনা লাইসেন্সধারী অনুসরণ করবে।

৪.৪ আইএসপি লাইসেন্সধারী ফিক্সড ইন্টারনেট/ ডেটা সেবা এবং ফিক্সড ইন্টারনেট ভিত্তিক ওয়াইফাই সেবা প্রদান করতে পারবে।

৪.৫ এই গাইডলাইন প্রকাশিত হলে বিদ্যমান আইএসপি লাইসেন্সধারীদের ক্ষেত্রে এর শর্তসমূহ প্রযোজ্য হবে।

৫। আইএসপি লাইসেন্সের ধরন

ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী (আইএসপি) লাইসেন্সকে জাতীয়, বিভাগীয়, জেলা, উপজেলা/থানা ধরনে বিভক্ত করা হবে। বিভিন্ন ধরনের আইএসপি লাইসেন্সের সংজ্ঞা নিম্নরূপ:

৫.১ জাতীয় আইএসপি লাইসেন্স: লাইসেন্সধারী বাংলাদেশের যেকোনো স্থানে আইএসপি সেবা প্রদান করতে পারবে।

৫.২ বিভাগীয় আইএসপি লাইসেন্স: একটি নির্দিষ্ট বিভাগের প্রশাসনিক এলাকায় আইএসপি সেবা প্রদানের জন্য বিভাগীয় আইএসপি লাইসেন্স প্রদান করা হবে। লাইসেন্সধারী সেই বিভাগের প্রশাসনিক এলাকায় আইএসপি সেবা প্রদানের জন্য অনুমোদিত হবে। একটি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে শুধু একটি বিভাগীয় আইএসপি লাইসেন্স প্রদান করা হবে।

৫.৩ জেলা আইএসপি লাইসেন্স: একটি নির্দিষ্ট জেলার প্রশাসনিক এলাকায় আইএসপি সেবা প্রদানের জন্য জেলা আইএসপি লাইসেন্স প্রদান করা হবে। লাইসেন্সধারী সেই জেলার প্রশাসনিক এলাকায় আইএসপি সেবা প্রদানের জন্য অনুমোদিত হবে। একটি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে শুধু একটি জেলা আইএসপি লাইসেন্স প্রদান করা হবে।

৫.৪ উপজেলা/থানা আইএসপি লাইসেন্স: একটি নির্দিষ্ট উপজেলা/থানার প্রশাসনিক এলাকায় আইএসপি সেবা প্রদানের জন্য উপজেলা/থানা আইএসপি লাইসেন্স প্রদান করা হবে। লাইসেন্সধারী সেই উপজেলা/থানার প্রশাসনিক এলাকায় আইএসপি সেবা প্রদানের জন্য অনুমোদিত হবে। একটি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে শুধু একটি উপজেলা/থানা আইএসপি লাইসেন্স প্রদান করা হবে।

৬। রূপান্তর

৬.১ বিদ্যমান আইএসপি লাইসেন্সধারীরা তাদের আইএসপি লাইসেন্সকে নিম্নরূপে রূপান্তর করবে:

৬.১.১ **ন্যাশনওয়াইড হতে জাতীয়:** বিদ্যমান ন্যাশনওয়াইড আইএসপি লাইসেন্স এই গাইডলাইনের অনুচ্ছেদ নং ০৫ অনুযায়ী নতুন ধরনের জাতীয় আইএসপি লাইসেন্সে রূপান্তর করতে হবে।

৬.১.২ **জোনাল হতে বিভাগীয়:** বিদ্যমান জোনাল (সেন্ট্রাল জোন, সাউথ-ইস্ট জোন, সাউথ-ওয়েস্ট জোন, নর্থ-ইস্ট জোন, নর্থ-ওয়েস্ট জোন) আইএসপি লাইসেন্সসমূহ এই গাইডলাইনের অনুচ্ছেদ নং ০৫ অনুযায়ী নতুন ধরনের বিভাগীয় আইএসপি লাইসেন্স রূপান্তর

করতে হবে। বিদ্যমান জোনাল আইএসপি লাইসেন্সধারীরা, তাদের ভৌগোলিক এলাকা অনুযায়ী সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) টি পৃথক বিভাগীয় আইএসপি লাইসেন্স পাওয়ার যোগ্য হবে।

৬.১.৩ **ক্যাটাগরি A/B/C থেকে উপজেলা/থানা:** বিদ্যমান ক্যাটাগরি A/B/C আইএসপি লাইসেন্সসমূহ এই গাইডলাইনের অনুচ্ছেদ নং ০৫ অনুযায়ী উপজেলা/ থানা আইএসপি লাইসেন্স ধরনে রূপান্তর করতে হবে। ০৩ (তিন) বা ততোধিক উপজেলা/ থানা আইএসপি সেবা পরিচালনার জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত A/B/C ক্যাটাগরীর আইএসপি লাইসেন্সধারীরা তাদের বিদ্যমান ভৌগোলিক এলাকা অনুযায়ী সর্বোচ্চ ০৩ (তিন)টি ভিন্ন উপজেলা/ থানা ধরনের আইএসপি লাইসেন্স পাওয়ার যোগ্য হবে।

৬.২ আইএসপি লাইসেন্সধারীরা এই গাইডলাইন জারির তারিখ থেকে ০১ (এক) বছরের মধ্যে তাদের বিদ্যমান আইএসপি লাইসেন্স রূপান্তরের জন্য কমিশন বরাবর আবেদন করবে। সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে কমিশন এই গাইডলাইনের অনুচ্ছেদ নং ০৫ এ বর্ণিত নতুন ধরনের লাইসেন্স প্রদান করবে।

৬.৩ বিদ্যমান আইএসপি লাইসেন্সসমূহ রূপান্তরের ক্ষেত্রে এই গাইডলাইনের অনুচ্ছেদ নং ১৬.৫ এ বর্ণিত ফি এবং চার্জ প্রযোজ্য হবে।

৭। যোগ্যতা

৭.১ ব্যক্তিমালিকানা, অংশীদারি কারবার এবং কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ এর অধীনে 'যৌথ মূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর' এ নিবন্ধিত কোম্পানিসমূহ বাংলাদেশে ইন্টারনেট সেবা প্রদানের জন্য সিস্টেম স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার লক্ষে লাইসেন্সের জন্য আবেদন করার যোগ্য হবে।

৭.২ শুধুমাত্র জাতীয় আইএসপি লাইসেন্সধারীদের জন্য বিদেশী বিনিয়োগ প্রযোজ্য হবে। বিদেশী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে, প্রতিষ্ঠানটিকে সরকারের সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (Foreign Direct Investment -FDI) নীতি অনুসরণ করতে হবে এবং এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং সরকারের অন্য কোনো উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সকল বিধিমালা, প্রবিধানমালা এবং নির্দেশিকা অনুসরণ করা লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানের জন্য বাধ্যতামূলক হবে।

৭.৩ যে সকল প্রতিষ্ঠানের (সরকারি প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে) এনটিটিএন/আইআইজি/আইজিডব্লিউ/আইসিএক্স/সাবমেরিন কেবল/আইটিসি লাইসেন্স রয়েছে তারা আইএসপি লাইসেন্সের জন্য আবেদন করার যোগ্য হবে না।

৭.৪ কমিশন থেকে লাইসেন্সধারী মোবাইল অপারেটর এবং/অথবা তার বিদ্যমান শেয়ারহোল্ডারদের মধ্য হতে (বিদেশী/বাংলাদেশী) এবং/অথবা অন্য কোনো কোম্পানি যার শেয়ারহোল্ডার কমিশন থেকে লাইসেন্সধারী মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানির শেয়ারের মালিক এবং/অথবা অন্য যেকোনো ব্যক্তি যিনি লাইসেন্সপ্রাপ্ত মোবাইল অপারেটরদের অংশীদার/পরিচালক/শেয়ারহোল্ডার তিনি এই লাইসেন্সের জন্য আবেদন করার যোগ্য হবে না।

৭.৫ এই গাইডলাইন জারির পরে লাইসেন্সপ্রাপ্ত আইএসপিসমূহ এনটিটিএন/আইআইজি/আইজিডব্লিউ/আইসিএক্স/সাবমেরিন ক্যাবল/আইটিসি লাইসেন্স আবেদনের জন্য যোগ্য হবে না। তবে, এই গাইডলাইন জারির পূর্বে বর্ণিত লাইসেন্সপ্রাপ্ত আইএসপি প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের সেবা কার্যক্রম স্ব স্ব গাইডলাইন অনুযায়ী চলমান রাখতে পারবে।

৭.৬ স্যাটেলাইট ব্রডকাস্টিং চ্যানেল সেবা প্রদানকারী/কেবল অপারেটরগণ (ব্রডকাস্টিং) আইএসপি লাইসেন্সের জন্য আবেদন করার যোগ্য হবে না। বিদ্যমান আইএসপি লাইসেন্সধারীগণ যারা স্যাটেলাইট ব্রডকাস্টিং চ্যানেল সার্ভিস/ কেবল অপারেটর (ব্রডকাস্টিং) সেবা প্রদান করছে তাদের এই গাইডলাইন জারির তারিখ থেকে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে কমিশনের নিকট আইএসপি লাইসেন্স সমর্পণ করতে হবে। যদি উপরোল্লিখিত নির্ধারিত সময়ের পরে এই ধরনের লাইসেন্সধারী তার আইএসপি কার্যক্রম অব্যাহত রাখে, তাহলে তার আইএসপি কার্যক্রমকে অবৈধ হিসেবে গণ্য করা হবে এবং আইন অনুযায়ী উক্ত আইএসপি'র বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৮। সাধারণ আবশ্যকতা

৮.১ এই গাইডলাইনে উল্লিখিত সকল শর্ত পূরণ সাপেক্ষে একজন আবেদনকারীকে ইন্টারনেট এবং ডেটা সেবা প্রদানের জন্য ISP লাইসেন্স নিতে হবে। লাইসেন্সধারী এই গাইডলাইন অনুসারে আইএসপি সিস্টেম এবং সেবাসমূহ নির্মাণ/প্রস্তুত, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনা করবে।

৮.২. বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ খাত পরিচালনাকারী প্রধান আইনী বিধানাবলী নিম্নরূপ:

৮.২.১ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১;

৮.২.২ ওয়্যারলেস টেলিগ্রাফি অ্যাক্ট, ১৯৩৩ (১৭ নং আইন ১৯৩৩) এবং টেলিগ্রাফ অ্যাক্ট, ১৮৮৫ (১৩ নং আইন ১৮৮৫), যেক্ষেত্রে বিষয়সমূহ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর আওতাভুক্ত নয়।

৮.২.৩ কমিশন কর্তৃক প্রণীত কোনো প্রবিধান/নির্দেশনা/নির্দেশ/আদেশ।

৮.৩ আবেদনকারীকে লাইসেন্স প্রাপ্তির অযোগ্য ঘোষণা করা হবে যদি নীচের উপধারা (i) থেকে (viii)-এ তালিকাভুক্ত কোনো বিধান তার মালিক(গণ) অথবা এর পরিচালক (গণ) বা অংশীদার (গণ) অথবা স্বয়ং আবেদনকারী (গণ) এর উপর প্রযোজ্য হয়-

(i) তিনি একজন বিকৃত মস্তিস্ক সম্পন্ন ব্যক্তি;

(ii) এই আইন ব্যতীত অন্য কোনো আইনের অধীনে আদালত তাকে ২ (দুই) বছর বা তার বেশি মেয়াদে কারাদন্ডে দন্ডিত করেছে এবং এর থেকে মুক্তিলাভের পর থেকে ০৫ (পাঁচ) বছর সময় অতিবাহিত হয়নি;

(iii) এই আইনের অধীনে কোনো অপরাধ করার জন্য তাকে আদালত কর্তৃক দন্ডিত করা হয়েছে এবং এই ধরনের কারাবাস থেকে মুক্তিলাভের পর থেকে ০৫ (পাঁচ) বছর সময় অতিবাহিত হয়নি;

(iv) তাকে আদালত দেউলিয়া ঘোষণা করেছে এবং দেউলিয়া হওয়ার দায় থেকে তাকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়নি;

(v) তিনি বাংলাদেশ ব্যাংক বা আদালত বা ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সেই ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠানের খেলাপি ঋণদাতা হিসেবে চিহ্নিত বা ঘোষিত হয়েছেন;

(vi) কমিশন বিগত ৫ (পাঁচ) বছরের যেকোনো সময় তার লাইসেন্স বাতিল করেছে;

(vii) যদি কোনো আইন বা লাইসেন্সের শর্ত লঙ্ঘনের জন্য বা অন্য কোনো অবৈধ কার্যক্রমের জন্য আবেদনকারী বা তার মালিক (গণ) বা শেয়ারহোল্ডার (গণ) বা তার পরিচালক (গণ) বা অংশীদারদের বিরুদ্ধে মামলা চলমান থাকে।

(viii) যদি সরকার বা কমিশনের আবেদনকারীর কাছে কোনো বকেয়া পাওনা থাকে, যার বিষয়ে কোনো বিরোধ, মামলা, সালিশ বা অন্য কোনো আইনি কার্যক্রম চলমান নেই।

৮.৪ আবেদনকারীদের এই গাইডলাইনের পরিশিষ্ট-৪ এ সংযোজিত ফরম্যাট অনুযায়ী বাংলাদেশের নোটারি পাবলিকের সামনে শপথপূর্বক নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে একটি ঘোষণাপত্র/অঙ্গীকারনামা জমা দিতে হবে।

৯। লাইসেন্সিং গাইডলাইনের প্রাপ্যতা

নির্ধারিত আবেদন ফর্ম এবং সাধারণ নিয়ম ও শর্তাবলী সম্বলিত আইএসপি লাইসেন্সিং গাইডলাইনটি www.btrc.gov.bd-এ পাওয়া যাবে।

১০। লাইসেন্সের সংখ্যা

ইন্টারনেট সেবা প্রদানের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা, দাখিলকৃত প্রস্তাবসমূহ এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং বাজার চাহিদা বিবেচনা করতঃ সরকার/কমিশন সময়ে সময়ে আইএসপি লাইসেন্সের সংখ্যা নির্ধারণ করতে পারবে। উন্নত ইন্টারনেট সেবা নিশ্চিতকরণ এবং

প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ উৎসাহিত করার জন্য কমিশন সাময়িকভাবে যেকোনো ধরনের আইএসপি লাইসেন্স প্রদান কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

১১। আবেদনের জন্য আবশ্যিক বিষয়াদি

১১.১ ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী (আইএসপি) লাইসেন্সের জন্য আবেদনকারী যথাযথভাবে পূরণকৃত নির্ধারিত ফর্ম, স্বাক্ষরিত ও সীলমোহরসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং তথ্যাদিসহ আবেদনপত্র কমিশনে দাখিল করবে। আবেদন ফর্মটি প্রয়োজনীয় তথ্যসহ পরিশিষ্ট-৩ এ রয়েছে। সময়ের সাথে সাথে আবেদন ফর্ম এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের তালিকা সংশোধনের অধিকার কমিশন সংরক্ষণ করে।

১১.২ এই গাইডলাইনের অনুচ্ছেদ নং ১১ অনুযায়ী আবেদনকারী কর্তৃক কাগজপত্রাদি জমা দিতে হবে। কমিশনের ওয়েবসাইট হতে প্রয়োজনীয় ফর্ম ডাউনলোড করা যাবে, যা আবেদনের জন্য বৈধ মর্মে বিবেচিত হবে।

১১.৩ আবেদনের সাথে পরিশিষ্ট-৩ এ উল্লিখিত কাগজপত্রাদি জমা দিতে হবে।

১২। আবেদন দাখিল

১২.১ আবেদনকারী আইএসপি লাইসেন্সের জন্য নির্ধারিত ফর্ম যথাযথভাবে পূরণ করে স্বাক্ষর, সীলমোহর এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি সত্যায়নপূর্বক আবেদনপত্র দাখিল করবে।

১২.২ আবেদনকারী কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি আবেদন করতে পারবে। আবেদনে প্রদত্ত তথ্য বা নথিপত্র অসত্য, ভুল বা অসম্পূর্ণ বলে প্রমাণিত হলে আবেদন প্রত্যাখ্যান করার অধিকার ও কর্তৃত্ব কমিশন সংরক্ষণ করে। আবেদনের সাথে জমাকৃত সকল কাগজপত্র ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি কর্তৃক প্রমাণীকৃত/স্বাক্ষরিত হতে হবে।

১২.৩ আবেদনকারী প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্রসহ ০২ কপি আবেদন দাখিল করবে, যার ০১ (এক)টি হবে মূল কপি।

১৩। লাইসেন্স প্রদানের প্রক্রিয়া

১৩.১ 'উন্মুক্ত লাইসেন্সিং' পদ্ধতি অনুসরণ করে আইএসপি লাইসেন্স প্রদান করা হবে।

১৩.২ আবেদনকারীর জমা দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে আবেদন মূল্যায়ন করা হবে।

১৩.৩ আবেদনের সাথে প্রাপ্ত তথ্যাদি মূল্যায়নপূর্বক কমিশন সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে আইএসপি লাইসেন্স প্রদানের জন্য আবেদনকারীকে নির্বাচন করবে।

১৩.৪ কমিশন আবেদনকারীকে নতুন আইএসপি লাইসেন্সের জন্য তার আবেদন অনুমোদনের বিষয়টি অবহিত করবে। আবেদনকারী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কমিশনে লাইসেন্স অধিগ্রহণ ফি জমা দিতে ব্যর্থ হলে, কমিশন লাইসেন্স প্রদানের অনুমোদন বাতিল করতে পারে।

১৩.৫ মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় আবেদনকারীদের অযোগ্যতা-

কমিশন মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় আবেদনকারীকে নিচের যেকোনো কারণে অযোগ্য ঘোষণা করতে পারে, যদি:

(ক) একজন সফল আবেদনকারী আবেদনপত্রটি বাতিলের আবেদন করেন অথবা লাইসেন্স প্রদান অবহিতকরণ পত্র জারির পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে লাইসেন্স এক্যুইজিশন ফি প্রদানে ব্যর্থ হয়;

(খ) আবেদনের কোনো অংশে ইচ্ছাকৃতভাবে বিভ্রান্তিমূলক তথ্য প্রদান করা হয়;

(গ) আবেদনকারী মূল্যায়নকালে বেআইনীভাবে ফলাফলকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে অথবা প্রক্রিয়াটি বিলম্ব বা ব্যাহত করে;

(ঘ) আবেদনকারী গাইডলাইনে বর্ণিত লাইসেন্সিং প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত কোনো সরকারি কর্মকর্তার কার্যক্রমকে প্রভাবিত করার জন্য "দুর্নীতিমূলক কার্যক্রম" অর্থাৎ কিছু আদান প্রদান করে বা আদান প্রদানের চেষ্টা করে।

(ঙ) আবেদনকারী গাইডলাইনে বর্ণিত লাইসেন্সিং প্রক্রিয়ার ফলাফলকে প্রভাবিত করার জন্য কোনো "প্রতারণামূলক কার্যক্রম" বা বিভ্রান্তিমূলক তথ্য উপস্থাপনের চেষ্টা করে;

(চ) আবেদনকারী এই গাইডলাইনে বর্ণিত কোনো কারণে অযোগ্য বলে বিবেচিত হন;

(ছ) আবেদনকারী বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর ধারা ৩৬ অনুসারে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদিসহ ফর্ম জমা দিতে ব্যর্থ হয়;

(জ) সরকার/কমিশন কোনো কারণ উল্লেখ ব্যতিরেকে যেকোনো সময় যেকোনো আবেদন গ্রহণ বা বাতিল করার অধিকার ও কর্তৃত্ব সংরক্ষণ করে।

১৪। লাইসেন্সের মেয়াদ

কমিশন মেয়াদের পূর্বে বাতিল না করলে লাইসেন্সের মেয়াদ সাধারণভাবে ০৫ (পাঁচ) বছর হবে।

১৫। লাইসেন্স নবায়ন

১৫.১ লাইসেন্সধারী তার লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হওয়ার ১৮০ (এক শত আশি) দিনের পূর্বে নবায়নের জন্য আবেদন করবে, অন্যথায় আইন অনুযায়ী লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর লাইসেন্স বাতিল হয়ে যাবে। যদি বৈধ লাইসেন্স ছাড়া লাইসেন্সধারী তার ব্যবসা কার্যক্রম অব্যাহত রাখে, তাহলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১৫.২ অনুচ্ছেদ নং ১৪ এ উল্লিখিত প্রাথমিক মেয়াদান্তে আইএসপি লাইসেন্সধারীরা পরবর্তী প্রত্যেক ০৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদের জন্য প্রয়োজনীয় ফি এবং চার্জ প্রদান করে এবং/অথবা সরকার/কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত শর্তসাপেক্ষে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে নবায়ন করতে পারবে। প্রয়োজনীয় তথ্য সহ আবেদন পত্রের নমুনা ফর্ম পরিশিষ্ট-৩ এ সন্নিবেশ করা আছে।

১৪। ফিস এবং চার্জ

আবেদনকারী/লাইসেন্সধারীকে কমিশনে প্রয়োজনীয় ফি এবং চার্জ প্রদান করতে হবে। ফি এবং চার্জ অফেরতযোগ্য। নিম্নে ছকের মাধ্যমে ফি এবং চার্জের তালিকা উপস্থাপন করা হয়েছে। নিম্নলিখিত ফি এবং চার্জ এর মধ্যে সরকারের অন্যান্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত ফি/চার্জ/কর অন্তর্ভুক্ত নয়। নিম্নলিখিত ফি এবং চার্জ লাইসেন্সের ধরন অনুযায়ী একটি আইএসপি লাইসেন্সের জন্য প্রযোজ্য হবে:

জাতীয় আইএসপি লাইসেন্স		
চার্জের ধরন		**ফিস/ চার্জ**
ক	প্রতিটি আবেদনের জন্য মূল্যায়ন চার্জ	২৫,০০০/- টাকা
খ	লাইসেন্স অধিগ্রহণ ফি	৫,০০,০০০/- টাকা
গ	বাৎসরিক ফি	২,৫০,০০০/- টাকা
ঘ	লাইসেন্স নবায়ন ফি	৫,০০,০০০/- টাকা
ঙ	ব্যাংক জামানত অথবা পে-অর্ডার	৫,০০,০০০/- টাকা
বিভাগীয় আইএসপি লাইসেন্স		
চার্জ এর ধরন		**ফিস/ চার্জ**
ক	প্রতিটি আবেদনের জন্য মূল্যায়ন চার্জ	১০,০০০/- টাকা
খ	লাইসেন্স অধিগ্রহণ ফি	২,০০,০০০/- টাকা
গ	বাৎসরিক ফি	১,০০,০০০/- টাকা

ঘ	লাইসেন্স নবায়ন ফি	২,০০,০০০/- টাকা
ঙ	ব্যাংক জামানত অথবা পে-অর্ডার	২,০০,০০০/- টাকা
জেলা আইএসপি লাইসেন্স		
চার্জের ধরন		**ফিস/ চার্জ**
ক	প্রতিটি আবেদনের জন্য মূল্যায়ন চার্জ	১০,০০০/- টাকা
খ	লাইসেন্স অধিগ্রহণ ফি	১,০০,০০০/- টাকা
গ	বাৎসরিক ফি	৫০,০০০/- টাকা
ঘ	লাইসেন্স নবায়ন ফি	১,০০,০০০/- টাকা
ঙ	ব্যাংক জামানত অথবা পে-অর্ডার	১,০০,০০০/- টাকা
উপজেলা/ থানা আইএসপি লাইসেন্স		
চার্জ এর ধরন		**ফিস/ চার্জ**
ক	প্রতিটি আবেদনের জন্য মূল্যায়ন চার্জ	৫,০০০/- টাকা
খ	লাইসেন্স অধিগ্রহণ ফি	২৫,০০০/- টাকা
গ	বাৎসরিক ফি	১০,০০০/- টাকা
ঘ	লাইসেন্স নবায়ন ফি	২৫,০০০/- টাকা
ঙ	ব্যাংক জামানত অথবা পে-অর্ডার	২৫,০০০/- টাকা

১৬.১ **লাইসেন্স অধিগ্রহণ ফি:** আবেদন অনুমোদনের বিষয়টি কমিশন কর্তৃক আবেদনকারীকে অবহিত করার ১০ (দশ) দিনের মধ্যে লাইসেন্স অধিগ্রহণ ফি প্রদান করতে হবে।

১৬.২ **বাৎসরিক ফি:** লাইসেন্স প্রাপ্তির প্রথম বছর পূর্ণ হওয়ার পর পরবর্তী বছরগুলির জন্য অগ্রিম বাৎসরিক ফি প্রদান করতে হবে যা লাইসেন্সের মেয়াদকাল পর্যন্ত প্রযোজ্য থাকবে।

১৬.৩ **লাইসেন্স নবায়ন ফি:** আইএসপি লাইসেন্স নবায়ন অনুমোদনের বিষয়টি কমিশন কর্তৃক আবেদনকারীকে অবহিত করার ১০ (দশ) দিনের মধ্যে লাইসেন্স নবায়ন ফি প্রদান করতে হবে।

১৬.৪ **বিলম্ব ফি:** এই গাইডলাইন অনুযায়ী বর্ণিত ফি এবং চার্জ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। তবে নির্ধারিত তারিখ অতিক্রান্ত হওয়ার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে বকেয়া রাজস্ব পরিশোধ করা যেতে পারে, এক্ষেত্রে, লাইসেন্সধারীকে জরিমানা হিসাবে বার্ষিক ১৫% হারে বিলম্ব ফি কমিশনকে প্রদান করতে হবে। যদি নির্ধারিত ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে বিলম্ব ফি সহ অর্থ প্রদান করা না হয়, তাহলে এই ধরনের ব্যর্থতার ফলে লাইসেন্সটি বাতিল হিসেবে গণ্য হতে পারে।

১৬.৫ বিদ্যমান লাইসেন্সধারী তাদের লাইসেন্সের মেয়াদকাল পর্যন্ত মূল্যায়ন চার্জ এবং লাইসেন্স অধিগ্রহণ ফি ব্যতিরেকে তাদের নিজ নিজ লাইসেন্স রূপান্তর করতে পারবেন। বিদ্যমান লাইসেন্স রূপান্তরের পর, সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সধারী এই গাইডলাইন অনুযায়ী বাৎসরিক ফি প্রদান করবে। লাইসেন্সের মেয়াদ শেষে, অনুচ্ছেদ নং ১৫ এ উল্লিখিত শর্তপূরণ এবং এই গাইডলাইন অনুযায়ী সকল ফি এবং চার্জ পরিশোধ সাপেক্ষে কমিশন কর্তৃক লাইসেন্স নবায়ন করা হবে।

১৭। ব্যাংক জামানত

১৭.১ লাইসেন্স প্রদানের তারিখ হতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অনুচ্ছেদ ১৬ অনুযায়ী লাইসেন্সধারী একটি নির্ধারিত ফর্ম (পরিশিষ্ট-৫) এর মাধ্যমে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) এর অনুকূলে যেকোনো তফসিলি ব্যাংক [বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ (১৯৭২ এর পি.ও. নং ১২৭)] কর্তৃক ইস্যুকৃত ব্যাংক জামানত প্রদান করবে। এই জামানত অপ্রত্যাহারযোগ্য এবং এটি আইএসপি লাইসেন্সের সম্পূর্ণ মেয়াদকাল পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

১৭.২ এই ব্যাংক জামানত লাইসেন্সের শর্তাবলীর অধীনে বার্ষিক প্রদেয় পাওনার জন্য নিরাপত্তা জামানত হিসেবে গণ্য হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পাওনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে বাৎসরিক ফি এর সমপরিমাণ বা তার ভগ্নাংশ পরিমাণ অর্থ উক্ত জামানত থেকে নগদায়ন করা হবে। কমিশন বকেয়া পাওনা/ জরিমানা আদায় করার জন্য যেকোনো পরিমাণ অর্থ জামানত হতে নগদায়ন করতে পারবে। অনাদায়ী বকেয়া পাওনা আদায়ে সম্পূর্ণ জামানত নগদায়ন করতঃ কমিশন লাইসেন্স বাতিলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৭.৩ এই ব্যাংক জামানত প্রাথমিকভাবে জারির তারিখ হতে ৩ (তিন) বছর পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। প্রাথমিক মেয়াদান্তে লাইসেন্সধারী পরবর্তী ৩ (তিন) বছরের জন্য ব্যাংক জামানত জমা প্রদান করবে এবং অনুরূপভাবে পরবর্তী মেয়াদের জন্য ব্যাংক জামানত জমা প্রদান অব্যাহত রাখবে।

১৭.৪ আইএসপি লাইসেন্সধারী, লাইসেন্সের সম্পূর্ণ মেয়াদের বাৎসরিক ফি কমিশনে অগ্রীম জমা প্রদান করতে পারে। সেক্ষেত্রে লাইসেন্সধারী উপরোল্লিখিত ব্যাংক জামানত জমা প্রদান হতে অব্যাহতি পাবে।

১৮। কার্যক্রম শুরু

লাইসেন্স জারির তারিখ থেকে ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে লাইসেন্সধারী অপারেশনাল কার্যক্রম শুরু করবে। যথাযথ কারণ উল্লেখসহ সময়সীমা বৃদ্ধির বিষয়ে লাইসেন্সধারীর কাছ থেকে আবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে কমিশন সময়সীমা বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে, অন্যথায় লাইসেন্স বাতিল করা হতে পারে।

১৯। সিস্টেমস

সকল আইএসপি লাইসেন্সধারী ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারনেট গেটওয়ে (আইআইজি) এর সাথে সংযুক্ত থাকবে। লাইসেন্সধারী এনটিটিএন অপারেটরের নিকট থেকে ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক লীজ গ্রহণ করবে। লাইসেন্সধারী কমিশনের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে যথাযথ নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক ওয়াইফাই সেবা/প্রযুক্তি ব্যবহার করে গ্রাহকদের সেবা প্রদান করতে পারবে। অভ্যন্তরীণ আন্তঃঅপারেটর ডাটা ট্রাফিকের জন্য লাইসেন্সধারী ন্যাশনাল ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জ (এনআইএক্স) এর সাথে সংযুক্ত থাকবে।

২০। সার্ভিসেস

২০.১ আইএসপি লাইসেন্সধারী সকল প্রকার ইন্টারনেট/ডাটা এবং আইপিভিত্তিক সেবা প্রদান করতে পারবে। নিম্নলিখিত সেবাসমূহ ইহার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, তবে সীমিত নয়:

i) ইন্টারনেট সংযোগ;

ii) ইলেক্ট্রনিক মেইল;

iii) নিউজ গ্রুপ;

iv) ইন্টারনেট রিলে চ্যাট;

v) ফাইল ট্রান্সফার প্রটোকল (এফটিপি)-ভিত্তিক সেবা;

vi) আইপি-ভিত্তিক যেকোনো উদ্ভাবনী বান্ডেল সেবা;

vii) ইন্সট্যান্ট ম্যাসেজিং।

২০.২ আইএসপি লাইসেন্সধারী কমিশনের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে নিম্নলিখিত সেবাসমূহ প্রদান করতে পারবে:

i) যেকোনো ওভার দ্যা টপ (ওটিটি) সেবা;

ii) ভিডিও কনফারেন্স।

২০.৩ নতুন প্রবিধানমালা/গাইডলাইন/নির্দেশনা/আদেশ জারি না হওয়া পর্যন্ত আইএসপি লাইসেন্সধারী ওভার দ্যা টপ (ওটিটি) এবং ইন্টারনেট অব থিংস (আইওটি) সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কমিশন হতে সময়ে সময়ে পূর্বানুমোদন গ্রহণ করবে। আইএসপি লাইসেন্সধারী কমিশন থেকে সময়ে সময়ে পূর্বানুমোদন গ্রহণ সাপেক্ষে ইন্টারনেট সংক্রান্ত নতুন সেবা প্রদান করতে পারবে।

২০.৪ ট্রিপল প্লে (ডাটা, ভয়েস এবং ভিডিও) সংক্রান্ত সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে আইএসপি লাইসেন্সধারী সময়ে সময়ে কমিশন কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনা/নির্দেশিকা/আদেশ অনুসরণ করবে।

২০.৫ আইএসপি লাইসেন্সধারী তথ্য মন্ত্রণালয়ের শর্তপূরণ সাপেক্ষে আইপিটিভি সেবা প্রদান করতে পারবে।

২১। ট্যারিফ

২১.১ প্রয়োজন অনুযায়ী সময়ের সাথে সাথে ট্যারিফ নির্ধারণের অধিকার কমিশন সংরক্ষণ করবে।

২১.২ লাইসেন্সধারী কমিশন কর্তৃক জারিকৃত ট্যারিফ সংক্রান্ত নির্দেশাবলী অনুসরণ করবে।

২১.৩ সক্ষমতা নির্ভর সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী ট্যারিফ কাঠামো (স্ল্যাব-ভিত্তিক/ বান্ডেলড ট্যারিফ/ যেকোনো আধুনিক পদ্ধতি) কমিশন উৎসাহ প্রদান করতে পারে।

২১.৪ যেকোনো নতুন সেবা প্রদানের পূর্বে, লাইসেন্সধারী প্রয়োজনীয় অনুমোদনের জন্য লিখিতভাবে কমিশনে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ দাখিল করবে:

(i) এই সেবার জন্য সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন চার্জ সম্বলিত একটি লিখিত ট্যারিফ চার্ট/তালিকা এবং উক্ত প্রস্তাবের পক্ষে যৌক্তিকতা, এবং

(ii) সেবার বিস্তারিত বর্ণনা, শর্তাবলী এবং গ্রাহকের নিকট প্রকাশিতব্য অন্যান্য সকল সংশ্লিষ্ট তথ্য। প্রকাশিত তথ্যসমূহ অবশ্যই সহজলভ্য, যুগোপযোগী এবং বোধগম্য হতে হবে।

২১.৫ কমিশনের লিখিত অনুমোদন গ্রহণের পূর্বে লাইসেন্সধারী ট্যারিফ সংক্রান্ত কোনো ধরনের সেবা প্রদান করবে না এবং কমিশন কর্তৃক আরোপিত যেকোনো শর্ত মেনে চলবে।

২১.৬ কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ট্যারিফ চার্জের কোনো পরিবর্তন করার পূর্বে লাইসেন্সধারী লিখিত অনুমোদন গ্রহণ করবে।

২২। নেটওয়ার্ক এবং সংযোগ

২২.১ জাতীয়, বিভাগীয়, জেলা এবং উপজেলা/থানা আইএসপি লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ ইজারা গ্রহণের জন্য লাইসেন্সপ্রাপ্ত ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারনেট গেটওয়ে (আইআইজি) এর সাথে সংযুক্ত থাকবে।

২২.২ আন্তঃঅপারেটর ডেটা ট্র্যাফিক সঞ্চালনের জন্য লাইসেন্সধারী ন্যাশনাল ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জ (এনআইএক্স) এর সাথে সংযুক্ত থাকবে।

২২.৩ দেশের অভ্যন্তরে ইন্টারনেট/ডেটা সেবা প্রদানের জন্য এনআইএক্স এর সাথে সংযোগ পেতে, লাইসেন্সধারীকে অবশ্যই ইনফ্রাস্ট্রাকচার শেয়ারিং গাইডলাইন অনুসরণ করতে হবে। লাইসেন্সধারীকে এনআইএক্স এর সাথে সংযোগ স্থাপন করতে হবে।

২২.৪ কমিশন হতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোনো আইএসপি প্রতিষ্ঠান কমিশন কর্তৃক ইস্যুকৃত ভিস্যাট লাইসেন্স ব্যতিরেকে ইন্টারনেট এবং ডেটা যোগাযোগের জন্য কোনো ধরনের ভিস্যাট ব্যবহার করবে না।

২২.৫ আইএসপি লাইসেন্সধারীদের মধ্যে এনআইএক্স আন্তঃসংযোগের ব্যবহার শুধুমাত্র দেশের অভ্যন্তরীণ ইন্টারনেট এবং ডেটার জন্য সীমাবদ্ধ থাকবে। লাইসেন্সধারী, এনআইএক্স অপারেটরের সঙ্গে স্বাক্ষরিত আন্তঃসংযোগ চুক্তি কমিশনে দাখিল করবে।

২২.৬ জাতীয় তরঙ্গ বরাদ্দকরণ পরিকল্পনা (এনএফএপি) অনুযায়ী কমিশন, আইএসপিসমূহের জন্য বরাদ্দকৃত তরঙ্গ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে পারবে এবং সকল আইএসপি লাইসেন্সধারীকে কমিশন কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত নির্দেশনা মেনে চলতে হবে।

২২.৭ লাইসেন্সধারী, কমিশন কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত প্রবিধানমালা/নির্দেশনা/আদেশ/গাইডলাইন অনুযায়ী সেবার মান (QoS) নিশ্চিত করবে। প্রবিধানমালা/নির্দেশনা/আদেশ/গাইডলাইন অনুযায়ী QoS বজায় না থাকলে কমিশন লাইসেন্স বাতিল করতে পারে।

২২.৮ লাইসেন্সধারী তার সিস্টেম এবং এ্যাক্সেস নেটওয়ার্ক এনজিএন/ আইপিভিসিক্স (NGN/IPv6) মানদন্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখবে। সময়ের সাথে সাথে আইপিভিসিক্স (IPv6) বাস্তবায়ন সংক্রান্ত গাইডলাইন/ নির্দেশনা/ সিদ্ধান্ত/ আদেশ কমিশন কর্তৃক জারি করা হলে উহা লাইসেন্সধারীকে অনুসরণ করতে হবে।

২২.৯ লাইসেন্সধারী তার সিস্টেম এবং নেটওয়ার্কে সাইবার হুমকি/হামলার বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখবে এবং তার গ্রাহককে সম্ভাব্য সাইবার হামলা থেকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তাদের সিস্টেমে একটি শিশু সুরক্ষা ব্যবস্থাও থাকবে এবং সরকার/কমিশন কর্তৃক জারিকৃত সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক গাইডলাইন/নির্দেশনা মেনে চলবে।

২৩। রোলআউট সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতা

আইএসপি লাইসেন্সধারীকে নিম্নলিখিত রোলআউট বাধ্যবাধকতাসমূহ অনুসরণ করতে হবে:

(ক) সকল আইএসপি লাইসেন্সধারীর জন্য:

১.	১ম বর্ষের জন্য	লাইসেন্সপ্রাপ্ত এলাকার ন্যূনতম ২৫% এলাকায় বিস্তার করতে হবে।
২.	২য় বর্ষের জন্য	লাইসেন্সপ্রাপ্ত এলাকার ন্যূনতম ৫০% এলাকায় বিস্তার করতে হবে।
৩.	৩য় বর্ষের জন্য	লাইসেন্সপ্রাপ্ত এলাকার ন্যূনতম ৭৫% এলাকায় বিস্তার করতে হবে।
৪.	৪র্থ বর্ষের জন্য	লাইসেন্সপ্রাপ্ত এলাকার ন্যূনতম ১০০% এলাকায় বিস্তার করতে হবে।

(খ) লাইসেন্সধারী মানদন্ড ও গুণগত মান বজায় রেখে গ্রাহকদের সেবা প্রদান করবে এবং রোল-আউট প্ল্যান অনুসারে নেটওয়ার্ক বিস্তার করবে। মোট গ্রাহকের কমপক্ষে ১০% গ্রাহক প্রত্যন্ত এবং জনবিরল এলাকা হতে ইন্টারনেট/ডেটা সেবার জন্য সংযুক্ত করতে হবে।

(গ) লাইসেন্স প্রদানের তারিখ থেকে ০১ (এক) বছরের মধ্যে কার্যক্রম শুরু করতে না পারলে লাইসেন্স বাতিল বলে গণ্য হবে।

(ঘ) লাইসেন্সধারী উপরে বর্ণিত রোলআউট বাধ্যবাধকতা পূরণ করতে ব্যর্থ হলে কমিশন আইএসপি লাইসেন্স বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

২৪। অবকাঠামো (FACILITIES) শেয়ারিং

২৪.১ অবকাঠামো শেয়ারিং এর পদ্ধতি কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ইনফ্রাস্ট্রাকচার শেয়ারিং গাইডলাইন অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

২৪.২ অবকাঠামো শেয়ারিং এর ক্ষেত্রে লাইসেন্সধারী, আইনের শর্তাবলীসহ সকল প্রবিধানমালা/উপ-আইন/গাইডলাইন/ নির্দেশনা/পারমিট/ আদেশ/ বিজ্ঞপ্তি/সিদ্ধান্ত, কমিশন কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত শর্তাবলী ইত্যাদি অনুসরণ করবে।

২৫। তথ্য, পরিদর্শন, প্রতিবেদন এবং পর্যবেক্ষণ

২৫.১ লাইসেন্সধারী সময়ে সময়ে কমিশন কর্তৃক যাচিত সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিসহ প্রয়োজনীয় তথ্য দাখিল করবে।

২৫.২ কমিশনের বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত যেকোনো ব্যক্তির, আইন ও এই গাইডলাইনের বিধানসমূহের অধীনে কার্যক্রম সম্পাদনে কমিশনকে সহায়তা করার লক্ষে লাইসেন্সধারীদের ব্যবসা সম্পর্কিত তথ্যাদি, নথিপত্র এবং অন্যান্য তথ্যের অনুলিপি প্রাপ্তির অবারিত অধিকার ও ক্ষমতা থাকবে।

২৫.৩ কমিশনের বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত যেকোনো প্রতিনিধির, লাইসেন্সধারীর স্থাপনাসমূহে (installations) অবাধ প্রবেশাধিকারসহ যেকোনো সময় সরঞ্জামাদি (equipment) পরিদর্শন করার ক্ষমতা থাকবে এবং লাইসেন্সধারী সর্বদা পরিদর্শন, পরীক্ষা এবং পরিবীক্ষণ উপযোগী অফিস ব্যবহারের সুবিধাসহ সব ধরনের সহযোগিতা প্রদান করবে।

২৫.৪ লাইসেন্সধারী তার গ্রাহকের পূর্বতন তথ্যাদি, সিস্টেম অকার্যকর থাকা সংক্রান্ত তথ্যাদি, এসএনএমপি ট্রাফিক ডেটা এবং দৈনিক লগ হিসাবে ব্যবহারকারী ব্যক্তির (individual user) ব্যান্ডউইথ ব্যবহারের তথ্যাদি কমপক্ষে ০৩ (তিন) মাসের জন্য সংরক্ষণ করবে। এই সকল তথ্যাদি কমিশন বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা (LEA) এর অনুরোধে সরবরাহ করবে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে, কমিশন বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা (LEA) এর অনুরোধে কোনো নির্দিষ্ট তথ্যাদি আইএসপি ০৬ (ছয়) মাসের জন্য সংরক্ষণ করবে।

২৫.৫ লাইসেন্সধারী, কমিশন কর্তৃক যাচিত সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার তথ্য মাসিক ও ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে নির্ধারিত ফরম্যাটে প্রদান করবে।

২৫.৬ লাইসেন্সধারী প্রতি অর্থ বছর শেষ হওয়ার ৩ (তিন) মাসের মধ্যে কোম্পানির নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি (audited financial statement) এবং বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব (audited accounts) এর ০৩ (তিন) কপি কমিশনে দাখিল করবে।

২৫.৭ লাইসেন্সধারী অনলাইন এবং অফলাইনে সিস্টেম এবং সার্ভিস পরিবীক্ষণ করার জন্য কমিশনকে প্রবেশের সুযোগ প্রদান করবে।

২৫.৮ লাইসেন্সধারী প্রতি বছর অপারেশন সংক্রান্ত তথ্য, গ্রাহক তালিকা, হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স, হালনাগাদ আয়কর সনদ ইত্যাদি কমিশনে দাখিল করবে।

২৬। তরঙ্গ

২৬.১ কমিশন যেকোনো আইএসপি অথবা আইএসপিদের কনসোর্টিয়ামকে তরঙ্গ বরাদ্দ প্রদান করতে পারবে।

২৬.২ তরঙ্গ বরাদ্দ পত্রের শর্তসমূহ লাইসেন্সধারী কর্তৃক বাধ্যতামূলকভাবে প্রতিপালন করতে হবে এবং শর্তসমূহ গাইডলাইনের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে বিবেচিত হবে।

২৬.৩ কমিশন তরঙ্গ বরাদ্দ, বরাদ্দকৃত তরঙ্গ বাতিল, স্থগিত, পরিবর্ধন, পরিমার্জন এবং প্রত্যাহার করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

২৭। সংশোধন

কমিশন আইন এবং প্রবিধানের বিধানের সাথে সঙ্গতি রেখে এই গাইডলাইনের কোনো শর্তাবলী পরিবর্তন, সংশোধন, ভিন্নতা আনয়ন বা প্রত্যাহার এবং জাতীয় নিরাপত্তা বা জনস্বার্থ বা অন্য কোনো কারণে প্রয়োজনীয় নতুন শর্তাবলী অন্তর্ভুক্ত করার অধিকার এবং ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

২৮। বিরোধ নিষ্পত্তি

অন্যান্য টেলিযোগাযোগ অপারেটরদের সাথে কোনো মতভেদ বা বিরোধের উদ্ভব হলে এবং উহা সমাধান করতে ব্যর্থ হলে, লাইসেন্সধারী বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য কমিশনের নিকট প্রেরণ করতে পারবে। কমিশন বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর বিধান অনুযায়ী বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।

২৯। ভোক্তা সুরক্ষা

২৯.১ লাইসেন্সধারী, কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণপূর্বক গ্রাহকসেবা সম্পর্কিত একটি ব্যবহার-নির্দেশিকা (কোড অব প্র্যাকটিস) প্রকাশ করবে। নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ ইহার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, তবে সীমিত নয়:

(ক) অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি;

(খ) বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতি;

(গ) সেবা পরিসমাপ্তি সংক্রান্ত গাইডলাইন;

(ঘ) ব্যবহার নীতিমালা (অননুমোদিত অ্যাপ্লিকেশন ইত্যাদি)।

২৯.২ কমিশন একটি সর্বজনীন গ্রাহক নিবন্ধন ফর্ম এবং শর্তাবলী জারি করবে, যা উল্লিখিত ব্যবহার-নির্দেশিকাতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং লাইসেন্সধারী উক্ত শর্তাবলী যথাযথভাবে প্রতিপালন করবে। লাইসেন্সধারী ব্যবহার-নির্দেশিকা অনুসরণ এবং বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কিত স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন বাৎসরিকভিত্তিতে (লাইসেন্সধারীর অ্যাকাউন্টিং সময়কাল সমাপ্তির ১ (এক) মাসের মধ্যে) কমিশনে জমা প্রদান করবে।

৩০। মালিকানা পরিবর্তন

৩০.১ লাইসেন্সধারী উহার মালিকানায় কোনো পরিবর্তন করার পূর্বে কমিশনের নিকট থেকে লিখিত অনুমোদন গ্রহণ করবে। কমিশনের লিখিত পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে মালিকানায় কোনো পরিবর্তন বৈধ বা কার্যকর হবে না। এক্ষেত্রে কমিশন বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর ধারা ৩৭(২) (ঝ) অনুসরণ করবে ।

৩০.২ লাইসেন্সধারী কমিশনের লিখিত পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে কোনো শেয়ার হস্তান্তর করবে না বা নতুন শেয়ার ইস্যু করবে না।

৩০.৩ কমিশন হতে আইএসপি লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান এবং উহার কোনো শেয়ারহোল্ডার (বিদেশী/ বাংলাদেশী) এবং অন্য কোনো কোম্পানি যার শেয়ারহোল্ডারগণ কোনো আইএসপি লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ধারণ করেন এবং অন্য কোনো ব্যক্তি যে বাংলাদেশের আইএসপি লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানের অংশীদার/পরিচালক/শেয়ারহোল্ডার এই লাইসেন্স এর জন্য আবেদনের যোগ্য হবেন না। এক্ষেত্রে লাইসেন্সধারী উহার সকল বকেয়া অর্থ পরিশোধ সাপেক্ষে যেকোনো একটি আইএসপি লাইসেন্সের অধীনে উহার সেবা চলমান রাখতে পারবে এবং উহার অন্যান্য আইএসপি লাইসেন্স কমিশনের নিকট সমর্পণ করবে। তবে, এটি আইএসপি লাইসেন্স রূপান্তর সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ ৬.১.২ এবং ৬.১.৩ এর জন্য প্রযোজ্য হবে না।

৩১। হস্তান্তর, অর্পণ এবং জামানত হিসাবে বন্ধক

৩১.১ লাইসেন্সধারী তার নেটওয়ার্ক স্থাপনের জন্য কোনো ঋণ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কমিশনকে অবহিত করবে। লাইসেন্স এবং বেতার যন্ত্রপাতি জামানত হিসেবে অর্পণ বা বন্ধক রাখা যাবে না। ব্যাংক এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে কমিশনের কোনো দায় থাকবে না।

৩১.২ লাইসেন্স এবং/অথবা এর অধীনে অর্জিত কোনো স্বত্ত্ব সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত হস্তান্তর করা যাবে না এবং এই ধরনের হস্তান্তর অকার্যকর হবে।

৩২। জাতীয় জরুরি অবস্থা

৩২.১ জরুরি অবস্থায় বা জাতীয় নিরাপত্তা ঝুঁকিতে নেটওয়ার্ক সচল রাখার জন্য লাইসেন্সধারী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর, বিভাগ এবং সংস্থাসমূহকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে।

৩২.২ কোনো যুদ্ধ বা যুদ্ধ পরিস্থিতি, অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খল অবস্থা (হরতাল/অবরোধ/ধর্মঘট ইত্যাদি), জরুরি রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন বা জাতীয় নিরাপত্তা পরিস্থিতিতে সরকার টেলিযোগাযোগের উদ্দেশ্যে লাইসেন্সধারীর ব্যবহৃত সিস্টেম এবং সরঞ্জামাদি ব্যবহার করতে পারবে।

৩২.৩ জাতীয় জরুরি অবস্থায় সরকার, ব্যবসায়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ না করে লাইসেন্সধারীর কোনো বিশেষ কার্যক্রম স্থগিত করতে পারবে।

৩৩। আইনসম্মতভাবে আড়িপাতার ব্যবস্থা (এলআই)

লাইসেন্সধারীর অপারেশনাল সিস্টেম আইনসম্মতভাবে আড়িপাতা (এলআই) ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে এবং লাইসেন্সধারী শুধুমাত্র নিজস্ব স্থাপনায় এলআই মনিটরিং ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত থাকবে। লাইসেন্সধারীকে নিজস্ব ওয়াইফাই গ্রাহকের ইন্টারনেটের ব্যবহার শনাক্তকরণ, যাচাইকরণ, অনুমোদন এবং মনিটরিং এর ক্ষেত্রে এলআই এর বিধিবিধান প্রতিপালন নিশ্চিত করতে হবে। লাইসেন্সধারী, কমিশন বা সরকার কর্তৃক সময় সময় জারিকৃত আইনসম্মতভাবে আড়িপাতা (এলআই) ব্যবস্থা সংক্রান্ত সকল বিধি/প্রবিধানমালা/উপ-আইন/ নির্দেশনা/গাইডলাইন/আদেশ/বিজ্ঞপ্তি/সিদ্ধান্ত ইত্যাদি মেনে চলবে।

৩৪। অভিভাবকের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সংক্রান্ত নির্দেশিকা

বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শিশুদের জন্য একটি নিরাপদ সাইবার জগৎ প্রতিষ্ঠার লক্ষে চাইল্ড অনলাইন প্রোটেকশন (সিওপি) উদ্যোগের ক্ষেত্রে আইএসপি'র অভিভাবকের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সংক্রান্ত নির্দেশিকা অত্যাবশ্যক।

৩৪.১ শিশু/অপ্রাপ্তবয়স্ক কর্তৃক ইন্টারনেটের ক্ষতিকর দিক/অপব্যবহার সম্পর্কে লাইসেন্সধারী তাদের গ্রাহকদের সচেতন করবে। অতএব, পিতামাতাদেরকে তাদের সন্তানদের ইন্টারনেট আসক্তি/ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে নিম্নোক্ত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে:

- ব্রাউজার সেটিংস
- সার্চ ইঞ্জিন সেটিংস
- অপারেটিং সিস্টেম সেটিংস
- ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারীর (আইএসপি) সাথে সমন্বিতভাবে সরাসরি নিয়ন্ত্রণ স্থাপন এবং অধিকতর নিরাপত্তার লক্ষে সিকিউরিটি সফটওয়্যার ব্যবহার।

৩৪.২ সকল ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারীর তাদের গ্রাহকদের অভিভাবকের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সংক্রান্ত সুবিধা প্রদানের সক্ষমতা থাকতে হবে। এই সেবাটি বিনামূল্যে প্রদান করতে হবে, যাতে করে গ্রাহকগণ প্রয়োজন অনুযায়ী এই সেবার সুবিধা গ্রহণ করতে পারে।

৩৪.৩ প্রতিটি আইএসপি লাইসেন্সধারীর নিম্নোক্ত অভিভাবকের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সংক্রান্ত সেবাসমূহ প্রদানের সক্ষমতা থাকতে হবে:

- ওয়েবসাইট ব্লক
- চ্যাট রুম ব্লক
- তাৎক্ষণিক বার্তা আদান প্রদান জাতীয় সেবা ব্লক
- ছবি এবং ভিডিও ফিল্টার
- ব্যবহারকারীর কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ
- সেটিংস পরিবর্তন করার চেষ্টার ক্ষেত্রে সতর্ক-বার্তা প্রাপ্তি
- সেটিংস অপশন ব্যবস্থাপনা
- ইন্টারনেট ব্যবহারের সময়সীমা নির্ধারণ ইত্যাদি।

৩৫। পরিবেশ এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষা

লাইসেন্সধারী জ্বালানী সাশ্রয়ী, পরিবেশ বান্ধব নেটওয়ার্ক যন্ত্রপাতি (সবুজ প্রযুক্তি) ব্যবহার নিশ্চিত করবে এবং বিটিএস ও অন্যান্য স্থাপনার স্বাস্থ্য-ঝুঁকির বিষয়গুলোতে যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর সকল ধরনের বিকিরণের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখার ব্যাপারে লাইসেন্সধারী বাধ্য থাকবে।

৩৬। কমিশন কর্তৃক কর্মক্ষমতা নজরদারি

৩৬.১ লাইসেন্সধারী তার কারিগরি ব্যবস্থায় কমিশন কর্তৃক নজরদারির জন্য ওয়েব-ভিত্তিক অভিগম্যতা নিশ্চিত করবে।

৩৬.২ লাইসেন্সধারী তার কারিগরি নজরদারি ও বিশ্লেষণের জন্য কমিশনের নিজস্ব দপ্তরে প্রয়োজনীয় অনলাইনভিত্তিক নজরদারি ব্যবস্থার সংযোগ প্রদান করবে।

৩৭। স্থগিতকরণ, বাতিলকরণ এবং জরিমানা

৩৭.১ কমিশন, আইনের ধারা ৪৬-এ উল্লিখিত যেকোনো কারণে, এই গাইডলাইনের অধীনে জারিকৃত লাইসেন্সের সকল বা কোনো একটি নির্দিষ্ট অংশ স্থগিত বা বাতিল করতে পারে এবং/অথবা সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে আইনের ধারা ৪৬ (৩) এ উল্লিখিত জরিমানা আরোপ করতে পারবে।

৩৭.২ এই লাইসেন্সের কোনো শর্ত লঙ্ঘনের জন্য কমিশন আইনের ধারা ৬৩ (৩) এবং ধারা ৬৪ (৩) এর অধীনে জরিমানাও আরোপ করতে পারবে।

৩৭.৩ যদি আইএসপি লাইসেন্সধারী এই নির্দেশনা বা লাইসেন্সের কোনো বিধান লঙ্ঘন করে, কমিশন লাইসেন্সধারীকে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করতে পারবে। উক্ত লাইসেন্সধারীকে কমিশনে কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব জমা দিতে হবে। যদি কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব কমিশনের নিকট অসন্তোষজনক মর্মে প্রতীয়মান হয় তবে কমিশন নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করবে:

ক) কমিশন আইএসপি লাইসেন্সধারীর উপর জরিমানা আরোপ করতে পারবে; অথবা
খ) লাইসেন্স বাতিল করার জন্য সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণের বিষয়ে কমিশন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারবে; অথবা
গ) কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অন্যান্য আইনগত কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ।

৩৭.৪ পূর্বে বর্ণিত লাইসেন্স এর স্থগিতাদেশ বা বাতিল বা প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে, লাইসেন্সধারীর গ্রাহকদের প্রতি সেবা প্রদানের বাধ্যবাধকতা অব্যাহত রাখা এবং পূরণ করার ক্ষেত্রে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সিস্টেম এবং সেবাসমূহ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কমিশন যে কোনো এজেন্সি বা প্রশাসককে নির্ধারিত হারে এবং নির্ধারিত মেয়াদে নিযুক্ত করতে পারবে । উপর্যুক্ত ঘটনার ক্ষেত্রে লাইসেন্সধারী ক্ষতিপূরণের কোনো দাবী করতে পারবে না এবং উপর্যুক্ত কার্যক্রমের ফলে আহরিত কোনো লভ্যাংশের উপরও তার কোনো অধিকার থাকবে না।

৩৭.৫ যেকোনো কারণে লাইসেন্স বাতিল বা স্থগিত করা হোক না কেন কমিশনের কোনো আইনগত অধিকার বা প্রতিকার যা আইনের মাধ্যমে বা আপাতত বলবৎ কোনো আইন বা লাইসেন্সের মাধ্যমে কমিশনকে অর্পণ করা হয়েছে তা করা হতে কমিশনকে প্রতিহত করবে না। লাইসেন্স বাতিলকরণের ক্ষেত্রে আইন বা এই লাইসেন্সের অধীনে উদ্ভুত বাধ্যবাধকতা, বকেয়া এবং দায়বদ্ধতা থেকে লাইসেন্সধারী অব্যাহতি পাবে না।

৩৭.৬ কমিশন বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর বিধানাবলী অনুসরণপূর্বক লাইসেন্স বাতিল করতে পারবে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলোতে, তবে সীমিত নয়-

(i) যদি লাইসেন্সপ্রাপ্তির জন্য দাখিলকৃত আবেদন ফরমে কোনো ভুল/মিথ্যা তথ্য পাওয়া যায়;
(ii) যদি লাইসেন্সধারী এই গাইডলাইন এবং আইনে উল্লিখিত তথ্য গোপন করে লাইসেন্স গ্রহণ করে;
(iii) লাইসেন্সের জন্য প্রযোজ্য শর্তাবলী অনুসারে লাইসেন্সধারী যদি প্রয়োজনীয় ফি এবং চার্জ প্রদান না করে;
(iv) যদি লাইসেন্সধারী অবৈধ কল আদান-প্রদানের সাথে জড়িত থাকে এবং এক্ষেত্রে কমিশনের নির্দেশনা অনুসারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হয়;
(v) যদি লাইসেন্সধারী তার গ্রাহককে অবৈধ কল আদান-প্রদান সম্পর্কিত কার্যক্রম থেকে বিরত রাখতে কমিশনের নির্দেশনা অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়;
(vi) যদি লাইসেন্সধারী কমিশনের লিখিত পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে কোনো শেয়ার হস্তান্তর অথবা নতুন শেয়ার ইস্যু করে;

(vii) যদি লাইসেন্সধারী এমন কোনো তথ্য প্রকাশ করে বা কোনো তথ্য এমন কোনো ব্যক্তির নিকট প্রকাশের সাথে জড়িত থাকে যে ব্যক্তি এমন কোনো বেআইনী কার্যকলাপ সংঘটন করছে যা জাতীয় নিরাপত্তা, অখন্ডতা, সার্বভৌমত্ব, স্থিতিশীলতা এবং সম্প্রীতিতে বাধা সৃষ্টি করতে পারে;
(viii) যদি লাইসেন্সধারীর টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো ব্যবহার করে জাতীয় নিরাপত্তা, অখন্ডতা, সার্বভৌমত্ব, স্থিতিশীলতা এবং সম্প্রীতি ব্যাহত হয়;

(ix) যদি লাইসেন্সধারী তার গ্রাহকদের যাচাইকৃত নিবন্ধন ডাটাবেস সংরক্ষণ করতে ব্যর্থ হয়; অথবা কমিশনের সাথে রাজস্ব ভাগাভাগির ক্ষেত্রে তার আয় গোপন করে; অথবা তার গ্রাহকদের এবং/অথবা কমিশনের সেবা সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী কোনো প্রাসঙ্গিক তথ্য গোপন করে; অথবা কমিশনকে কোনো ভুল বা মিথ্যা তথ্য প্রদান করে; অথবা কোনো প্রতারণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে;

(x) যদি লাইসেন্সধারী কমিশনের এই গাইডলাইনস/কোনো প্রবিধান/উপ- আইন/নির্দেশনা/নির্দেশ/আদেশ/বিজ্ঞপ্তি/ সিদ্ধান্ত ইত্যাদির অধীনে কোনো শর্তাবলী এবং/অথবা শর্ত লঙ্ঘন করে বা লঙ্ঘনের উদ্দেশ্যে উদ্যত হয়।

৩৮। সাইবার ক্যাফে সেবা প্রদানের শর্তাবলী

সকল আইএসপি লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠান নিম্নে উল্লিখিত শর্তসমূহ অনুসরণপূর্বক সাইবার ক্যাফে সেবা প্রদান করতে পারবে:

১. অবশ্যই বৈধ ঠিকানাসহ সাইবার ক্যাফের একটি অফিস থাকতে হবে এবং যোগাযোগের জন্য অবশ্যই কমপক্ষে দুইটি ফোন নম্বর এবং একটি ই-মেইল অ্যাড্রেস থাকতে হবে।

২. ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর নাম ও ঠিকানা বা জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর সাইবার ক্যাফে কর্তৃক একটি রেজিস্টারে সংরক্ষণ করতে হবে।

৩. বুথসমূহে শুধুমাত্র কম্পিউটার মনিটরের গোপনীয়তা প্রদানের জন্য মেঝে থেকে সর্বোচ্চ ৪ ফুট উচ্চতার একটি পার্টিশন ব্যবহার করা যেতে পারে। বুথের (ওয়ার্ক স্টেশন/টার্মিনাল) প্রবেশদ্বারে কোনো ধরনের দরজা বা বেষ্টনী দেয়া যাবে না।

৪. স্কুল চলাকালীন সময়ে স্কুল ড্রেস পরিহিত ছাত্রছাত্রী ব্রাউজ করতে পারবে না। স্কুল কর্তৃপক্ষ বা অভিভাবকের সুপারিশক্রমে, তারা শুধুমাত্র শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি ব্রাউজ করতে পারবে;

৫. সাইবার ক্যাফের অভ্যন্তরে উন্মুক্ত স্থানে একটি অভিযোগ বাক্স রাখতে হবে। লাইসেন্সধারী একটি রেজিস্টার সংরক্ষণপূর্বক গ্রাহকদের অভিযোগ সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। গ্রাহকদের অভিযোগ সমাধানে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে লাইসেন্সধারী ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে কমিশনে প্রতিবেদন দাখিল করবে;

৬. ব্যান্ডউইথ বা ইন্টারনেট সংযোগ অবশ্যই লাইসেন্সপ্রাপ্ত আইএসপি হতে গ্রহণ করতে হবে। কোনো অবৈধ কার্যক্রমের জন্য ব্যান্ডউইথ বা ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবহার করা যাবে না। কোনো পর্ণোগ্রাফি এবং উগ্রবাদী সাইটে প্রবেশ করার সুযোগ রাখা যাবে না;

৭. লাইসেন্সধারী প্রতি বছরের জুলাই এবং জানুয়ারি মাসের একত্রিশ তারিখের মধ্যে সাইবার ক্যাফে কর্তৃক পূর্ববর্তী ৬ মাসে গ্রাহকগণকে প্রদত্ত সেবার মান (কোয়ালিটি অব সার্ভিস) সংক্রান্ত ষান্মাসিক প্রতিবেদন কমিশনে দাখিল করবে;

৮. বিটিআরসি এবং/অথবা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা যেকোনো সময় যেকোনো সাইবার ক্যাফে পরিদর্শনের অধিকার সংরক্ষণ করবে;

৯. সাইবার ক্যাফে কমিশন কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত সেবার মান (QoS) বজায় রাখবে;

১০. লাইসেন্সধারীকে তার ব্যবহারকারীদের আইপি লগ সংরক্ষণ করতে হবে এবং বিটিআরসি বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার চাহিদা মোতাবেক ইহা সরবরাহ করতে হবে;

১১. লাইসেন্সধারীকে তাদের সাইবার ক্যাফে প্রাঙ্গনে সিসিটিভি স্থাপন করতে হবে।

৩৯। বিবিধ

৩৯.১ BWA অপারেটর/সেলুলার মোবাইল ফোন অপারেটর ইন্টারনেট এবং ইন্টারনেট সম্পর্কিত সেবা প্রদানের জন্য তাদের নিজস্ব গাইডলাইন অনুসরণ করবে।

৩৯.২ লাইসেন্সধারী এই গাইডলাইন, লাইসেন্স, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ সহ প্রযোজ্য আইন এবং যেকোনো প্রযোজ্য সহায়ক আইন এবং কমিশন কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে জারিকৃত যথাযথ ও সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় মর্মে বিবেচিত নির্দেশাবলীসহ যেকোনো নতুন আইন প্রতিপালন করবে।

৩৯.৩ এই গাইডলাইনের কোনো বিধানের প্রকৃত অর্থ বা নিহিতার্থ এর বিষয়ে কোনো বিভ্রান্তি দেখা দিলে, কমিশন উক্ত বিধানের ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করার একক অধিকার এবং কর্তৃত্ব সংরক্ষণ করে। কমিশনের ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত এবং লাইসেন্সধারীর উপর বাধ্যকর হবে।

৩৯.৪ আইএসপি লাইসেন্সধারীকে সরকার/কমিশন কর্তৃক প্রবিধান বা আইন অনুযায়ী সময়ে সময়ে আরোপিত সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল সংক্রান্ত ফি প্রদান করতে হবে।

৩৯.৫ সকল প্রকার যোগাযোগ লিখিত আকারে হবে এবং লাইসেন্সধারীদের ব্যবসায়ের নিবন্ধিত ঠিকানায় প্রেরণ করা হবে। তবে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে, কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী যোগাযোগের ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক মাধ্যম (ই-মেইল ইত্যাদি) ব্যবহার করা হবে।

৩৯.৬ লাইসেন্সধারী টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে সকল আন্তর্জাতিক কনভেনশন এর নিয়মনীতি কমিশন কর্তৃক অব্যাহতি প্রদান না করা পর্যন্ত মেনে চলবে।

৩৯.৭ কমিশন এবং/অথবা অন্য কোনো সরকারি বিভাগ লাইসেন্সধারীর কর্মচারী, এজেন্ট বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিদের কার্যক্রমের ফলশ্রুতিতে উদ্ভুত বা তাদের সাথে সম্পর্কিত কোনো ক্ষতি (loss/damage), দাবি ও চার্জ বা ব্যয়ের জন্য দায়ী থাকবে না।

৩৯.৮ কমিশন তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে লাইসেন্সের শর্তাবলী কমিশনের বা অন্য কোনো সরকারি ওয়েবসাইটসহ যেকোনো মাধ্যমে এবং ছকে যেকোনো উপযুক্ত পদ্ধতিতে প্রকাশ করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

৩৯.৯ ট্রাফিক বিশ্লেষণের ফলাফল হতে লাইসেন্সধারী যদি বুঝতে পারে যে, আন্তর্জাতিক ভয়েস/আইপি ট্রানজিট ট্রাফিক স্বাভাবিক বা এনক্রিপ্টেড ফরম্যাটে তার ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে বা যদি তার (লাইসেন্সধারীর) সংযোগের কোনো অবৈধ ব্যবহার সনাক্ত করে, তবে লাইসেন্সধারী অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট সহায়ক দলিলাদি/প্রমাণকসহ কমিশনে প্রতিবেদন দাখিল করবে।

৩৯.১০ যদি এখানে উল্লিখিত কোনো শর্ত বা বিধান কোনো কারণে বাতিল, অপ্রয়োগযোগ্য বা অবৈধ বলে বিবেচিত হয়, তাহলে সেই শর্ত বা বিধান বিচ্ছেদযোগ্য বলে পরিগণিত হবে এবং লাইসেন্সের অবশিষ্ট অংশ সম্পূর্ণ বলবৎ ও কার্যকর থাকবে।

৩৯.১১ ইহার সাথে সংযুক্ত পরিশিষ্টগুলি লাইসেন্সের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে।

৩৯.১২ লাইসেন্সধারী তার নাম সংশোধন বা পরিবর্তন করার আগে কমিশনের লিখিত পূর্বানুমোদনের জন্য আবেদন করবে।

৩৯.১৩ যদি বিদ্যমান আইএসপি লাইসেন্সের শর্তাবলী এবং এই গাইডলাইনের শর্তাবলীর মধ্যে কোনো বিরোধ দেখা দেয়, সেক্ষেত্রে এই গাইডলাইনের বিধানসমূহ প্রাধান্য পাবে।

৩৯.১৪ শুধুমাত্র কমিশন কর্তৃক স্বাক্ষরিত/জারিকৃত লিখিত দলিল ব্যতিরেকে কমিশনের কোনো কাজ বা মৌনতা দ্বারা লাইসেন্সের কোনো বিধান হতে অব্যাহতি প্রাপ্ত মর্মে গণ্য করা যাবে না। লাইসেন্সের কোনো বিধান হতে প্রদত্ত অব্যাহতি অন্য কোনো বিধান হতে অব্যাহতি বা অন্য কোনো উপলক্ষে একই বিধান হতে অব্যাহিত হিসেবে গণ্য করা যাবে না।

৩৯.১৫ লাইসেন্সধারী স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জন্য সরকার কর্তৃক আরোপিত ফি/চার্জ প্রদান করবে। লাইসেন্সধারী সরকার কর্তৃক অনুমোদিত নয় এমন কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত অন্য কোনো চার্জ দিতে বাধ্য থাকবে না।

৩৯.১৬ কমিশনের লিখিত পূর্বানুমোদন ব্যতীত, লাইসেন্সধারী তার বিদ্যমান PoP এর ০১ (এক) কিলোমিটার এলাকার মধ্যে PoP স্থাপন/পরিচালনা করতে পারবে না।

৩৯.১৭ সকল পর্নোগ্রাফি সম্পর্কিত ওয়েবসাইট আইএসপি লাইসেন্সধারী তাদের নিজ নিজ ব্যান্ডউইথ প্রদানকারীর অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারনেট গেটওয়ে (আইআইজি)/ ন্যাশনাল ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জ (এনআইএক্স) এর সহায়তায় ব্লক এবং বন্ধ করবে।

৩৯.১৮ কোনো ব্যক্তি কোনো বৈধ কারণ ছাড়া আইএসপি সেবা প্রদানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি বা হস্তক্ষেপ করবে না। যদি কোনো ব্যক্তি উল্লিখিত বিধান লঙ্ঘন করে তাহলে তা অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে এবং বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর আইন অনুসারে উক্ত ব্যক্তি কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

৩৯.১৯ আইটিসি / এনটিটিএন / আইআইজি / আইএসপি লাইসেন্সধারী যেকোনো সত্ত্বা অন্যান্য আইটিসি / এনটিটিএন / আইআইজি / আইএসপি লাইসেন্সধারীদের সাথে যৌথভাবে অসম প্রতিযোগিতার পরিবেশ তৈরি করে সেবা প্রদান করবে না। যদি লাইসেন্সধারীদের মধ্যে এই ধরনের কার্যক্রম পাওয়া যায়, তাহলে কমিশন তাদের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে।

৩৯.২০ অন্যত্র ভিন্ন কিছু না থাকলে-

(i) সকল শিরোনাম শুধুমাত্র সুবিধার জন্য দেওয়া হয়েছে এবং শিরোনামগুলো এই গাইডলাইনের কোনো বিধানের ব্যাখ্যাকে প্রভাবিত করবে না;

(ii) এই গাইডলাইন-এ ব্যবহৃত একবচন বা বহুবচন শব্দ দ্বারা যথাক্রমে বহুবচন বা একবচনকে বুঝাবে;

(iii) পুরুষবাচক কোনো শব্দ দ্বারা উভয় (পুং/স্ত্রী) লিঙ্গকেই বুঝাবে;

(iv) এই গাইডলাইন-এ 'ব্যক্তি' বলতে কোনো স্বাভাবিক এবং আইনী ব্যক্তিকেও বুঝাবে;

(v) আইন বা গাইডলাইন বা নির্দেশাবলী (direction) বলতে সময়ে সময়ে কমিশন কর্তৃক জারিকৃত সংশোধনীকেও অন্তর্ভুক্ত করবে;

(vi) 'অথবা' শব্দটি 'এবং' কে বুঝাবে কিন্তু 'এবং' শব্দটি 'অথবা' কে বুঝাবে না;

(vii) লাইসেন্সে "লেখা" বা "লিখিত" বলতে অফিসিয়াল ফ্যাক্স ট্রান্সমিশন, অফিসিয়াল ই-মেইল বা যোগাযোগের অন্যান্য মাধ্যমকেও বুঝাবে।

৩৯.২১ এই গাইডলাইন লাইসেন্সের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে এবং একইভাবে লাইসেন্সও গাইডলাইনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে।

৩৯.২২ ফিক্সড ওয়্যারলেস ইন্টারনেট সেবা প্রদানের অনুমতি প্রদান করা হলে আইএসপি অপারেটর টাওয়ার শেয়ারিং লাইসেন্সধারীদের নিকট হতে টাওয়ার সেবা ইজারা নিতে পারবে।

৩৯.২৩ আইএসপি লাইসেন্সধারী ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (আইএসপিএবি) এর সদস্যপদ গ্রহণ করবে।

পরিশিষ্ট-১

সংজ্ঞা এবং ব্যাখ্যা

সংজ্ঞা:

বিষয় বা প্রসঙ্গের প্রয়োজন ভিন্নরূপ না হলে, এই গাইডলাইনে ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দ/শব্দাবলী এবং অভিব্যক্তিসমূহ নিম্নোক্ত অর্থ বহন করবে। শিরোনামসমূহ শুধুমাত্র সহজবোধ্যতার জন্য দেওয়া হয়েছে এবং তা কোনো বিশেষ তাৎপর্য বহন করে না। এখানে তালিকাভুক্ত নয় এমন সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, আইন এবং আন্তর্জাতিক দূর পাল্লার টেলিযোগাযোগ সেবা নীতিমালা, ২০১০ এ উল্লিখিত একই অর্থ বহন করবে।

১. **"আবেদনপত্র"** অর্থ আইএসপি সেবা প্রদানের লক্ষে লাইসেন্সের জন্য আবেদন করার নির্ধারিত ফর্ম।

২. **এশিয়া প্যাসিফিক নেটওয়ার্ক ইনফরমেশন সেন্টার (APNIC)** হলো এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের আঞ্চলিক ইন্টারনেট রেজিস্ট্রি। APNIC নম্বর রিসোর্স (IP এবং AS নম্বর) বরাদ্দ এবং নিবন্ধন সেবা প্রদান করে থাকে, যা ইন্টারনেটের বৈশ্বিক কার্যক্রমে সহায়তা করে। এটি একটি অলাভজনক, সদস্যপদ ভিত্তিক সংগঠন যার সদস্যদের মধ্যে রয়েছে ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী, জাতীয় ইন্টারনেট রেজিস্ট্রি এবং অনুরূপ প্রতিষ্ঠান।

৩. **অটোনোমাস সিস্টেম নম্বর (ASN):** অটোনোমাস সিস্টেম হলো এক বা একাধিক প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত আইপি নেটওয়ার্ক এবং রাউটারসমূহের সমন্বিত ব্যবস্থা, যা ইন্টারনেটের সঙ্গে একটি সাধারণ রাউটিং নীতিমালা নির্দেশ/নির্ধারণ করে। BGP রাউটিং এর ক্ষেত্রে প্রত্যেক AS এর জন্য একটি স্বতন্ত্র ASN বরাদ্দ করা হয়। AS নম্বর BGP রাউটিং ব্যবস্থার জন্য গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এর মাধ্যমে ইন্টারনেটে প্রতিটি নেটওয়ার্ক স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত হয়।

৪. **ওয়্যারলেস আইএসপি অপারেটরদের জন্য "অ্যাক্সেস নেটওয়ার্ক"** বলতে রেডিও ট্রান্সিভার স্টেশন থেকে প্রান্তিক গ্রাহকের ওয়্যারলেস যন্ত্রপাতি পর্যন্ত নেটওয়ার্ককে বোঝাবে। তারের মাধ্যমে সেবা প্রদানকারী আইএসপি অপারেটরদের জন্য "অ্যাক্সেস নেটওয়ার্ক" বলতে ট্রান্সমিশন সেবা প্রদানকারীর নিকটতম পয়েন্ট অব প্রেজেন্স হতে প্রান্তিক গ্রাহক পর্যন্ত যেকোনো ধরনের ক্যাবলের মাধ্যমে স্থাপিত প্রান্তিক সংযোগ (last mile connectivity)-কে বোঝাবে।

৫. **"বর্ডার গেটওয়ে প্রটোকল (BGP)"** হল ইন্টারনেটের অন্যতম প্রধান রাউটিং প্রটোকল। এটি আইপি নেটওয়ার্ক অথবা প্রিফিক্সসমূহের একটি সারণী ব্যবহার করে অটোনোমাস সিস্টেমসমূহের (AS) সংযোগের ব্যাপ্তি নির্ধারণ করে থাকে। এটিকে দিকনির্দেশক ভেক্টর প্রোটোকলের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়। BGP প্রথাগত IGP নির্ণায়কসমূহ ব্যবহার করে না, বরং রাউটিং এর পথ, নেটওয়ার্ক নীতিমালা এবং/অথবা নির্ধারিত বিধিবিধান অনুযায়ী রাউটিং বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

৬. **"ব্রডব্যান্ড"** বলতে এমন ডাটা স্পিডকে বোঝায়, যার মাধ্যমে বিস্তৃত ধরনের তথ্যাদি আদান প্রদান করা যায়। উক্ত স্পিডের পরিমাণ নির্ধারণ করার ক্ষমতা কমিশন/সরকার সংরক্ষণ করে।

৭. **"ccTLD"** হল দেশের শীর্ষ স্তরের DNS (যেমন বাংলাদেশের জন্য ডট বিডি বা .bd)। এশিয়া প্যাসিফিক নেটওয়ার্ক ইনফরমেশন সেন্টার (APNIC) সাধারণত ইন্টারনেট ইন্টারকানেকশন এক্সচেঞ্জের জন্য সম্পূর্ণ সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার প্যাকেজ প্রদান করে।

৮. **"সংযোগ"** বলতে টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্কের দৃশ্যমান বা অদৃশ্য বা লজিক্যাল সংযোগ বোঝাবে।

৯. **"কনটেন্ট প্রোভাইডার"** এমন একটি সত্তা যা সাধারণ মানুষকে কার্যকর এবং দরকারী তথ্য এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের মাল্টিমিডিয়া কনটেন্ট প্রদান করে। এর মধ্যে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ই-লাইব্রেরি সেবা, ইউটিলিটি কোম্পানি, গেমিং পোর্টাল, ভিডিও অন ডিমান্ড ইত্যাদি সেবা থাকতে পারে।

১০. **"ডিপ প্যাকেট ইন্সপেকশন (ডিপিআই)"** হলো কম্পিউটার নেটওয়ার্কে এক ধরনের প্যাকেট ফিল্টারিং যা নেটওয়ার্কের কোনো ইন্সপেকশন পয়েন্ট অতিক্রমের সময় ডাটা এবং/অথবা প্যাকেটের হেডার অংশ পরীক্ষা করে প্রটোকল সম্পর্কিত কমপ্লায়েন্স, ভাইরাস, স্প্যাম, অনুপ্রবেশ বা পূর্বনির্ধারিত মানদন্ডের ভিত্তিতে প্যাকেটটি উক্ত পয়েন্ট অতিক্রম করতে পারবে কিনা অথবা তা কোনো ভিন্ন গন্তব্যে প্রেরণ করা হবে কিনা তা যাচাই করে অথবা পরিসংখ্যানগত তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে।

১১. **"ডাটা সার্ভিস"** বলতে পয়েন্ট টু পয়েন্ট বা পয়েন্ট টু মাল্টিপয়েন্ট উচ্চ গতির ডাটা ট্রান্সমিশন বোঝাবে।

১২. **"প্রান্তিক গ্রাহক (End User)"** বলতে বোঝাবে কোনো ব্যক্তি/আবাসিক গ্রাহক/ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এবং কমিশন কর্তৃক সময়ে সময়ে সংজ্ঞায়িত সত্ত্বা, যে ইন্টারনেট এবং/অথবা ডাটা সেবাসমূহ ব্যবহারে ইচ্ছুক। কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত কোনো সত্ত্বা (যেমন: সাইবার ক্যাফে/ভিটিএস/ইন্টারন্যাশনাল কল সেন্টার ইত্যাদি) এই লাইসেন্সিং গাইডলাইনের "প্রান্তিক গ্রাহক (End User)" এর সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত হবে, তবে শর্ত থাকে যে লাইসেন্সধারীকে এই ধরনের অনুমোদিত সত্ত্বাকে সেবা প্রদানের জন্য পূর্বেই কমিশনকে অবহিত করতে হবে।

১৩. **"প্রথম বার্ষিকী (1st Anniversary)"** বলতে লাইসেন্স জারির পর প্রথম বছর শেষ হওয়ার পর বার্ষিকী বোঝাবে।

১৪. **"ফাস্ট ইথারনেট (FE)"** বলতে ইথারনেট স্ট্যান্ডার্ডসমূহের একটি সমন্বয় বোঝায় যা কম্পিউটার নেটওয়ার্কে মূল ইথারনেট গতি 10 Mbit/s এর বিপরীতে কমপক্ষে 100 Mbit/s গতিতে ট্র্যাফিক বহন করে।

১৫. **"গিগাবিট ইথারনেট (GE)"** বলতে গিগাবিট প্রতি সেকেন্ড হারে ইথারনেট ফ্রেম আদান প্রদানের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রযুক্তির সমন্বয়কে বোঝায়।

১৬. **"ইন্টারনেট ইঞ্জিনিয়ারিং টাস্ক ফোর্স (IETF)"** ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব কনসোর্টিয়াম এবং আইএসও/আইইসি স্ট্যান্ডার্ড সংস্থাগুলির সাথে নিবিড় সহযোগিতায় ইন্টারনেটের মান উন্নয়ন ও প্রচার করে এবং বিশেষ করে টিসিপি/আইপি এবং ইন্টারনেট প্রটোকল স্যুটগুলির মান নিয়ে কাজ করে। এটি একটি ওপেন স্ট্যান্ডার্ড সংগঠন, যার কোনো আনুষ্ঠানিক সদস্যপদ বা সদস্যপদের প্রয়োজনীয়তা নেই। সকল অংশগ্রহণকারী এবং নেতারা স্বেচ্ছাসেবক, যদিও তাদের কর্মকান্ড সাধারণত তাদের নিয়োগকারী বা পৃষ্ঠপোষক কর্তৃক অর্থায়ন করা হয়।

১৭. **"ইন্টারনেট প্রটোকল ভার্সন ৪ (IPv4)"** হলো ইন্টারনেট প্রটোকল (IP) এর চতুর্থ সংস্করণ এবং এটি প্রটোকলের প্রথম সংস্করণ হিসাবে ব্যাপকভাবে প্রচলন করা হয়েছে। IPv4 হলো ইন্টারনেটে প্রধানতম নেটওয়ার্ক লেয়ার প্রটোকল। এটি অ্যাড্রেসিং এর জন্য ৩২ বিট ব্যবহার করে।

১৮. **"ইন্টারনেট প্রটোকল ভার্সন ৬ (IPv6)"** হলো প্যাকেট-সুইচড ইন্টারনেটের জন্য একটি নেটওয়ার্ক লেয়ার। ইহা IPv4 এর পরবর্তী সংস্করণ, যা বর্তমানে ইন্টারনেট প্রটোকল ব্যবহারের উপযোগী সংস্করণ হিসাবে বিবেচিত। IPv6 এর মাধ্যমে প্রধানত যে পরিবর্তন ঘটেছে তা হলো, এতে অ্যাড্রেস স্পেসটি তুলানামূলকভাবে অনেক দীর্ঘ যা অ্যাড্রেস বরাদ্দের ক্ষেত্রে অনেক বেশী নমনীয়তা প্রদান করে। এটি অ্যাড্রেসিং এর জন্য ১২৮ বিট ব্যবহার করে।

১৯. **"ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী (ISP)"** বাংলাদেশের ভূখন্ডে লাইসেন্সের আওতাভুক্ত এলাকায় প্রান্তিক ব্যবহারকারীদের ইন্টারনেট সেবা প্রদান করে।

২০. **"লীজ"** অর্থ টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত উদ্দেশ্যে অন্যদেরকে ভাড়া হিসাবে ট্রান্সমিশন সুবিধা ব্যবহারের নিমিত্ত প্রদান করা।

২১. **"লাইসেন্সধারী"** অর্থ কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ এর অধীনে নিবন্ধিত কোম্পানি বা ব্যক্তি মালিকানা বা অংশীদারিত্ব বা কনসোর্টিয়াম যা নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালনা এবং ইন্টারনেট সেবা প্রদানের জন্য অনুমোদিত।

২২. **''লুকিং গ্লাস সার্ভার''** একটি রুট কালেক্টর। ইহা সামগ্রিক পর্যালোচনার জন্য সকল রুট সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে।

২৩. **"মাল্টি রাউটার ট্রাফিক গ্রাফার (এমআরটিজি)"** একটি ফ্রি সফটওয়্যার যা নেটওয়ার্ক লিঙ্কগুলিতে ট্রাফিক লোড পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহা ব্যবহারকারীকে নেটওয়ার্কের ট্রাফিক লোড গ্রাফিক্যাল আকারে সময়ে সময়ে পর্যবেক্ষণের সুবিধা প্রদান করে।

২৪. **"ন্যাশনাল ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জ (এনআইএক্স)"** আইএসপিসমূহের চুক্তি অনুযায়ী দেশের অভ্যন্তরে ইন্টারনেট ট্রাফিক সঞ্চালনের একটি এক্সচেঞ্জ পয়েন্ট হিসাবে কাজ করে।

২৫. **"NIX PoP"** হলো একটি জেলা/নির্দিষ্ট এলাকায় NIX এর উপস্থিতি যেখানে ISP সেবা প্রদানকারী এবং/অথবা অন্যান্য অনুমোদিত ব্যবহারকারী NIX- এর সাথে সংযুক্ত থাকবে।

২৬. **"চতুর্থাংশ"** অর্থ একটি ক্যালেন্ডার বছরের তিন মাসের সময়কাল।

২৭. **"রুট সার্ভার অর রুট নেম সার্ভার"** হলো একটি ডিএনএস সার্ভার যা ডিএনএস রুট জোনের অনুরোধের প্রত্যুত্তর প্রদান করে এবং একটি নির্দিষ্ট টপ লেভেল ডোমেইন (টিএলডি) এর সঙ্গে সংযোগের অনুরোধগুলিকে সেই টিএলডির নেম সার্ভার (Name Server) এর দিকে প্রেরণ করা হয়। যদিও DNS সিস্টেমে স্থানীয় বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তার নিজস্ব রুট নেম সার্ভার ব্যবহার করা যায়, তবে 'রুট নেম সার্ভার' শব্দটি সাধারণভাবে ১৩টি সুপরিচিত রুট নেম সার্ভারের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই সার্ভারগুলো ইন্টারনেটের ডোমেইন নেম সিস্টেমের অফিসিয়াল বৈশ্বিক বাস্তবায়নের জন্য রুট নেমস্পেস ডোমেইন প্রয়োগ করে।

২৮. **"রুট সার্ভার"** অন্যান্য BGP রাউটারগুলিতে তথ্য বিনিময়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। প্রতিটি ISP এর BGP রাউটার শুধুমাত্র Route Server-এর সাথে সংযুক্ত। ইহা BGP রাউটার হতে ভিন্ন। Route Server এ প্রতিটি BGP স্পিকার এর রাউটিং নীতিমালা ব্যবস্থাপনার জন্য অনেকগুলি রাউটিং টেবিল থাকতে হবে।

২৯. **"সিম্পল নেটওয়ার্ক ম্যানেজমেন্ট প্রটোকল (SNMP)"** ইন্টারনেট ইঞ্জিনিয়ারিং টাস্ক ফোর্স (আইইটিএফ) দ্বারা সংজ্ঞায়িত ইন্টারনেট প্রোটোকল স্যুটের অংশবিশেষ। নেটওয়ার্ক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে SNMP নেটওয়ার্কে সংযুক্ত ডিভাইসগুলির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যমে এডমিনিস্ট্রেটরের দৃষ্টি আকর্ষণ নিশ্চিত করে। ইহা নেটওয়ার্ক ব্যবস্থাপনার নিমিত্তে গঠিত মানদন্ডের সমন্বয় যাতে এপ্লিকেশন লেয়ার প্রটোকল, ডাটাবেজ স্কিম এবং একটি ডাটা অবজেক্ট সেট অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

৩০. **"ভেরি স্মল অ্যাপারচার টার্মিনাল (VSAT)"** হলো ৩ মিটারের চেয়ে ছোট ডিশ অ্যান্টেনা সম্বলিত একটি দ্বিমুখী স্যাটেলাইট গ্রাউন্ড স্টেশন।

৩১. **"লাস্ট মাইল কানেক্টিভিটি অফ আইএসপি"** আইএসপি নেটওয়ার্কের চূড়ান্ত পর্যায়কে বোঝায়, যা প্রান্তিক ব্যবহারকারীদের (গ্রাহকদের) আইএসপি এর নিজস্ব/ শেয়ার্ড (ইনফ্রাস্ট্রাকচার গাইডলাইন অনুসারে) PoP থেকে ইন্টারনেট সেবা প্রদান করে। এক্ষেত্রে ইহা মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য প্রায় ০৩ (তিন) কিমি এবং মেট্রোপলিটন এলাকা ব্যতীত অন্যান্য এলাকার জন্য প্রায় ০৬ (ছয়) কিমি এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। এ সকল ক্ষেত্রে PoP এর অপর প্রান্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত NTTN অপারেটরদের মাধ্যমে অন্যান্য PoP বা NOC এর সাথে সংযুক্ত থাকবে।

৩২. **"প্যারেন্টাল কন্ট্রোল"** এমন একটি বৈশিষ্ট্য বা ব্যবস্থা যা পিতামাতা কর্তৃক সন্তানদের জন্য ডিজিটাল টেলিভিশন সেবা, কম্পিউটার ও ভিডিও গেমস, মোবাইল ডিভাইস এবং সফটওয়্যারে ক্ষতিকারক কন্টেন্টে প্রবেশাধিকার রহিত করবে।

পরিশিষ্ট-২

শব্দসংক্ষেপ এর তালিকা

১.	**APNIC**	Asia Pacific Network Information Centre
২.	**ASN**	Autonomous System Number
৩.	**BGP**	Border Gateway Protocol
৪.	**BLPA**	Bi-Lateral Peering Agreement
৫.	**CCTLD**	Country Code Top Level Domain
৬.	**Commission**	Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission
৭.	**CDR**	Call Data Records
৮.	**FE**	Fast Ethernet
৯.	**GE**	Gigabit Ethernet
১০.	**IETF**	Internet Engineering Task Force
১১.	**IIG**	International Internet Gateway
১২.	**IPV4**	Internet Protocol version 4
১৩.	**IPV6**	Internet Protocol version 6
১৪.	**ISP**	Internet Service Provider
১৫.	**IPLC**	International Private Leased Circuit
১৬.	**LEA**	Law Enforcement Agency
১৭.	**MLPA**	Multi-Lateral Peering Agreement
১৮.	**MSC**	Mobile Switching Center
১৯.	**MRTG**	Multi Router Traffic Grapher
২০.	**NIX**	National Internet Exchange
২১.	**NMC**	National Monitoring Center
২২.	**PoP**	Point of Presence
২৩.	**PSTN**	Public Switched Telephone Network
২৪.	**SLA**	Service Level Agreement
২৫.	**SNMP**	Simple Network Management Protocol
২৬.	**VSAT**	Very Small Aperture Terminal

পরিশিষ্ট-৩

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

বিটিআরসি ভবন, প্লট নং# ই-৫/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ

ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী (আইএসপি) লাইসেন্সের জন্য আবেদন ফর্ম

[অনুগ্রহপূর্বক বাংলাদেশে ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী (আইএসপি) এর জন্য রেগুলেটরি এবং লাইসেন্সিং গাইডলাইন দেখুন]
[নং-১৪.৩২.০০০০.০০৭.৫৫.১০১.১৫.৬১৩, তারিখ: ১৫-১২-২০২০]

□ নতুন □ নবায়ন

[অসম্পূর্ণ আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে]

ক) আবেদনকারীর প্রোফাইল

১. প্রতিষ্ঠানের নাম:	
নিবন্ধিত অফিস ঠিকানা:	
টেলিফোন ও মোবাইল	
ই-মেইল	
ওয়েবসাইট	

২. যোগাযোগকারীর নাম:	
যোগাযোগের পূর্ণ ঠিকানা	
টেলিফোন ও মোবাইল	
ই-মেইল	
ওয়েবসাইট	

৩. আবেদনকৃত লাইসেন্সের ধরন:
১. [ ] জাতীয়:
২. [ ] বিভাগীয়: (.....)

৩. [ ] জেলা: (.....)
৪. [ ] উপজেলা/থানা: (.....)

৪. পে অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফটের বিবরণ (মূল্যায়ন ফি):

পরিশোধের মাধ্যম: [ ] পে-অর্ডার [ ] ডিমান্ড ড্রাফট	
ক. ব্যাংকের নাম:	
খ. নং:	গ. তারিখ:

খ) নতুন লাইসেন্স এবং নবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি (প্রযোজ্য ঘরে টিক [√] চিহ্ন দিন):

ক্রমিক	ধরনসমূহ	সংযুক্ত	সংযুক্ত নয়	মন্তব্য
১.	লেটার হেড প্যাডে আবেদন			
২.	পে অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট আকারে প্রযোজ্য ফি (যেকোনো তফসিলি ব্যাংক হতে)			
৩.	ব্যান্ডউইথ প্রদানকারীর সাথে চুক্তি (আইআইজি)			
৪.	হালনাগাদ বাড়ি-ভাড়া চুক্তি/ মালিকানা দলিল			
৫.	বিদ্যমান ব্যবসার বর্ণনা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)			
৬.	ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট			
৭.	বিগত ছয় মাসের ব্যাংক হিসাব বিবরণী			
৮.	হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স			
৯.	বিস্তারিত নেটওয়ার্ক ডায়াগ্রাম			
১০.	সরঞ্জামাদির তালিকা			
১১.	ব্যবসায়িক পরিকল্পনা			
১২.	প্রস্তাবিত/অনুমোদিত ট্যারিফ চার্ট			
১৩.	টিআইএন সনদ			
১৪.	হালনাগাদ আয়কর প্রত্যয়ন পত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)			
১৫.	বিআইএন সনদ			
১৬.	বিগত ০৩ (তিন) বছরে সরকারি তহবিলে জমাকৃত ভ্যাট ও আয়করের পরিমাণ সম্পর্কিত তথ্যসহ সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)			
১৭.	প্রত্যেক শেয়ারহোল্ডার/অংশীদার/স্বত্বাধিকারীর ছবিসহ জীবন-বৃত্তান্ত			

১৮.	প্রত্যেক শেয়ারহোল্ডার/অংশীদার/স্বত্বাধিকারীর জাতীয় পরিচয়পত্র/ পাসপোর্টের ছায়ালিপি			
১৯.	গাইডলাইনের পরিশিষ্ট-৪ অনুযায়ী বাংলাদেশের নোটারি পাবলিকের সামনে ৩০০ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে ঘোষণাপত্র/অঙ্গীকারনামা			
২০.	কোম্পানি/অংশীদারি ফার্ম/একক মালিকানা প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তির বিবরণী			
২১.	সার্টিফিকেট অব ইনকর্পোরেশন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)			
২২.	আরজেএসসি কর্তৃক নিবন্ধিত অংশীদারি চুক্তি/ সংঘস্মারক এবং সংঘবিধিসহ ফর্ম-XII (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)			
শুধুমাত্র লাইসেন্স নবায়নের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কাগজপত্রসমূহ সংযুক্ত করতে হবে				
২৩.	ইন্টারনেট এবং অভ্যন্তরীণ পয়েন্ট টু পয়েন্ট ডাটা কানেক্টিভিটির গ্রাহক/ব্যবহারকারীর তালিকা (তারবিহীন/তার মাধ্যম)			
২৪.	বিগত ০৩ (তিন) বছরে সরকারি তহবিলে জমাকৃত ভ্যাট ও আয়করের পরিমাণ সম্পর্কিত তথ্যসহ সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি			
২৫.	আইএসপিএবি'র সদস্য সনদ			
২৬.	হালনাগাদ ডিআইএস রিপোর্ট জমা প্রদান সম্পর্কিত প্রমাণক			
২৭.	বিদ্যমান লাইসেন্সের অনুলিপি			

গ) সার্ভিস প্রোফাইল (লাইসেন্স নবায়নের ক্ষেত্রে)

স্থাপনার ঠিকানা:	

১. ইন্টারনেটের গ্রাহক/ব্যবহারকারীর সংখ্যা:

একক: ☐ কর্পোরেট: ☐

২. অভ্যন্তরীণ পয়েন্ট টু পয়েন্ট ডাটা কানেক্টিভিটি গ্রাহক/ব্যবহারকারীর সংখ্যা এবং তালিকা:

কর্পোরেট গ্রাহক: ☐ ব্রাঞ্চ গ্রাহক: ☐ ব্যক্তিগত গ্রাহক: ☐

ঘ) টেকনিক্যাল প্রোফাইল (লাইসেন্স নবায়নের ক্ষেত্রে)

১. সেবার ধরন: ☐ এফটিটিএইচ ☐ ডিএসএল ☐ এডিএসএল ☐ ভিডিএসএল

ক) তারের মাধ্যমে

বিস্তৃত তারের দৈর্ঘ্য: ☐ কি.মি. ☐ অপটিক্যাল ফাইবার ☐ ইউটিপি ☐ এসটিপি

খ) ব্যান্ডউইথ:

প্রাথমিক আইআইজি'র নাম:		বরাদ্দ :	আপ স্ট্রীম:	ডাউন স্ট্রীম:
বিকল্প আইআইজি'র নাম:		বরাদ্দ :	আপ স্ট্রীম:	ডাউন স্ট্রীম:

২. আপদকালীন ডাটা পুনরুদ্ধার কেন্দ্র/ডাটা সেন্টার:

স্থাপনার ঠিকানা:				
সংযোগ প্রদানকারী:		বরাদ্দ:	আপ স্ট্রীম:	ডাউন স্ট্রীম:
(যদি মাধ্যম অনুমোদিত ভিস্যাট হয়, তাহলে ফ্রিকোয়েন্সি উল্লেখ করুন)		ফ্রিকোয়েন্সি:	আপ -	ডাউন -

ঙ) ঘোষণা

১. আইএসপি লাইসেন্সের কোনো আবেদন কি আগে বাতিল করা হয়েছে?

□ না □ হ্যাঁ (অনুগ্রহপূর্বক আবেদনের তারিখ এবং বাতিলের কারণ উল্লেখ করুন)

২. আবেদনকারী/শেয়ারহোল্ডার/অংশীদার এর অনুকূলে ইতোপূর্বে ইস্যুকৃত আইএসপির লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে কি না?

□ না □ হ্যাঁ (বিস্তারিত তথ্য উল্লেখ করুন)

৩. আবেদনকারী/শেয়ার হোল্ডার/অংশীদার এর কমিশনের অন্য কোনো অপারেটর লাইসেন্স রয়েছে কি না?

□ না □ হ্যাঁ (বিস্তারিত তথ্য উল্লেখ করুন)

৪. আমি/আমরা এতদ্দ্বারা প্রত্যয়ন করছি যে, আমি/আমরা লাইসেন্সের জন্য গাইডলাইন/শর্তাবলী সতর্কতার সাথে পাঠ করেছি এবং তা প্রতিপালনের অঙ্গীকার করছি।

৫. আমি/আমরা এতদ্বারা প্রত্যয়ন করছি যে, আমি/আমরা বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর ধারা ৩৬ সতর্কতার সাথে পাঠ করেছি এবং আমি/আমরা লাইসেন্স প্রাপ্তির অযোগ্য নই।

৬. আমি/আমরা অনুধাবন করছি যে, আবেদনে যদি কোনো বানোয়াট বা মিথ্যা তথ্য পাওয়া যায় অথবা এই আবেদন ফর্ম যথাযথভাবে পূরণ করা না হয়ে থাকে, তবে কমিশন যেকোনো সময় কোনো কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে সম্পূর্ণ আবেদন প্রত্যাখ্যান করতে পারে।

৭. আমি/আমরা অনুধাবন করছি যে, লাইসেন্স গ্রহণের জন্য প্রদত্ত কোনো তথ্য যেকোনো সময় যদি ভুল পাওয়া যায়,তবে এই ধরনের আবেদনের ভিত্তিতে দেওয়া লাইসেন্স বাতিল মর্মে গণ্য হবে এবং আমি/আমরা বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ অনুযায়ী গৃহীত ব্যবস্থার জন্য দায়ী থাকব।

তারিখ:

স্বাক্ষর স্থান: _____ স্বাক্ষর _____ পূর্ণ নাম _____ সীল

বিঃদ্রঃ:

- লাইসেন্সধারীকে তার লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হওয়ার ১৮০ (একশত আশি) দিন পূর্বে নবায়নের আবেদন করতে হবে, অন্যথায় আইন অনুযায়ী লাইসেন্স বাতিল করা হবে এবং যদি লাইসেন্সধারী বৈধ লাইসেন্স ছাড়াই তার ব্যবসা পরিচালনা করে তাহলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। যদি লাইসেন্সধারী নির্ধারিত সময়ে ফি এবং চার্জ কমিশনে জমা দিতে ব্যর্থ হয়, তবে পাবলিক ডিমান্ড রিকভারি অ্যাক্ট, ১৯১৩ (পিডিআর আইন, ১৯১৩) এর অধীনে বিলম্ব ফি/জরিমানা আদায়যোগ্য।
- প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্রাদি ব্যতীত আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।
- বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) এর অনুকূলে পে-অর্ডার/ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে ফি এবং চার্জ পরিশোধ করতে হবে।
- ফি এবং চার্জ অফেরৎযোগ্য।
- কমিশন প্রয়োজনবোধে সময়ে সময়ে এই ফর্মটি পরিবর্তন করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
- আবেদনের সময় হালনাগাদ কাগজপত্রাদি জমা প্রদান করতে হবে।
- জমাপ্রদানকৃত কাগজপত্রসমূহ আবেদনকারীর দ্বারা যথাযথভাবে সিলমোহরকৃত এবং স্বাক্ষরিত হবে।
- শুধুমাত্র নতুন আবেদনকারীর জন্য ক, খ এবং ঙ প্রযোজ্য হবে।

পরিশিষ্ট-৪

(গাইডলাইনের অনুচ্ছেদ ৮.৪)

অঙ্গীকারনামা/ঘোষণাপত্র এর নমুনা

নিম্নস্বাক্ষরকারী যথাযথভাবে অঙ্গীকার করছে যে, ----------,
(অফিসিয়াল নাম/ব্যক্তিগত আবেদনকারীর নাম)

---------- বয়স, ---------- এবং নিবাস----------।
(ঠিকানা)

১। তিনি ----------, যা
(কোম্পানি/কর্পোরেশন/ অংশীদারি কারবার/সমিতি/ব্যক্তি মালিকানা-এর নাম (আবেদনকারী))

----------এর আইন অনুযায়ী যথাযথভাবে গঠিত, এর----------।
(দেশের নাম) (দাপ্তরিক পদবী)

অথবা

তিনি নিম্নোল্লিখিত লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য একজন আবেদনকারী, যিনি ---------- এর একজন নাগরিক।
(দেশের নাম)

২। ব্যক্তিগতভাবে, এবং ----------
(দাপ্তরিক পদবী)

হিসেবে আবেদনকারীর পক্ষে তিনি এই মর্মে প্রত্যয়ন করছে যে:

ক) ইন্টারনেট সেবা প্রদানের উদ্দেশ্য লাইসেন্সের জন্য আবেদনকারীর দাখিলকৃত আবেদনে এবং তৎসঙ্গে সংযুক্ত সকল বিবরণ সঠিক;

খ) বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন হতে একটি আইএসপি লাইসেন্স প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে ---------- কর্তৃক
(নাম)
দাখিলকৃত আবেদনের অভিব্যক্তিস্বরূপ এই প্রত্যয়নটি করা হলো;

গ) আবেদনপত্রে উল্লিখিত যেকোনো তথ্য অথবা উহার যোগ্যতা এবং সাধারণ পরিচিতি সম্পর্কিত তথ্য যাচাই করার জন্য কমিশন অথবা উহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত সংস্থার চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় যেকোনো তথ্য আবেদনকারী সরবরাহ করবে।

ঘ) আবেদনকারী (যেখানে আবেদনকারী একক ব্যক্তি) বা আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের মালিক বা এর যেকোনো পরিচালক(গণ) বা অংশীদার(গণ) বা শেয়ারহোল্ডার(গণ) (যেখানে আবেদনকারী একটি কোম্পানি, কর্পোরেশন, অংশীদারি কারবার বা সমিতি):

(i) বিকৃত মস্তিকের ব্যাক্তি নন;

(ii) আদালত কর্তৃক বাংলাদেশ টেলিযাগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ (আইন) ব্যতীত অন্য কোনো আইনের অধীনে ২ (দুই) বছর বা তদূর্ধ্ব মেয়াদের কারাদন্ডে দন্ডিত হননি, দন্ডিত হলে উক্ত দন্ড হতে মুক্তি লাভের পর ৫ (পাঁচ) বছর অতিক্রান্ত হয়েছে;

(iii) এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটনের দায়ে দন্ডিত হননি এবং উক্ত আইনের অধীনে দন্ডিত হওয়ার ক্ষেত্রে উক্ত দন্ড হতে মুক্তি লাভের পর ৫ (পাঁচ) বছর অতিক্রান্ত হয়েছে;

(iv) আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হননি এবং দেউলিয়াত্বের দায় হতে অব্যাহতি লাভ করেছেন;

(v) কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ খেলাপি হিসেবে উক্ত ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠান বা বাংলাদেশ ব্যাংক বা আদালত কর্তৃক চিহ্নিত বা ঘোষিত হননি;

(vi) গাইডলাইনের অনুচ্ছেদ নং ৭ এর অধীনে যোগ্য বলে বিবেচিত;

(vii) অবৈধ কল টার্মিনেশন বা কমিশন অথবা সরকারের আইন/কোনো প্রবিধান/বিধি/গাইডলাইন/উপ-আইন/নির্দেশিকা/নির্দেশনা/আদেশ/সর্কুলার/সিদ্ধান্ত ভঙ্গের কারণে আবেদনকারী বা এর মালিক(গণ) বা এর পরিচালক(গণ) বা অংশীদার(গণ) এর বিরুদ্ধে কোনো কার্যক্রম চলমান নাই;

(viii) বিগত ৫ (পাঁচ) বছরের মধ্যে কোনো সময় তার কোনো লাইসেন্স কমিশন বাতিল করেনি;

(ix) কমিশনের প্রাপ্য কোনো বকেয়া পাওনা নাই;

(x) স্যাটেলাইট ব্রডকাষ্টিং চ্যানেল সার্ভিস প্রোভাইডারস/ কেবল অপারেটর (ব্রডকাষ্টিং) সংশ্লিষ্ট যেকোনো সেবা প্রদানের সাথে জড়িত নন;

(xi) বাংলাদেশ টেলিযাগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এবং সকল বিধিমালা, প্রবিধানমালা, নির্দেশিকাবলী এবং কমিশন হতে জারিকৃত বিজ্ঞপ্তিসমূহ মেনে চলবে;

(xii) ব্যাংক ঋণ খেলাপি নন;

(xiii) অঙ্গীকার করছে যে মালিক বা ইহার অংশীদার/ শেয়ারহোল্ডার বাংলাদেশ টেলিযাগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর ধারা ৩৬(৩) দ্বারা বারিত নন এবং মালিক এবং/অথবা ইহার অংশীদার/ শেয়ারহোল্ডার(গণ) লাইসেন্স পাওয়ার যোগ্য;

(ঙ) আবেদনকারী (যেখানে আবেদনকারী একজন একক ব্যক্তি) বা আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের মালিক বা এর যেকোনো পরিচালক(গণ) বা অংশীদার(গণ) বা শেয়ারহোল্ডার(গণ) (যেখানে আবেদনকারী একটি কোম্পানি, কর্পোরেশন, অংশীদারি কারবার বা সমিতি) কোনো ধরনের ভিস্যাট ব্যবহার করবে না;

(চ) আবেদনকারী (যেখানে আবেদনকারী একজন একক ব্যক্তি) বা আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের মালিক বা এর যেকোনো পরিচালক(গণ) বা অংশীদার(গণ) বা শেয়ারহোল্ডার(গণ) (যেখানে আবেদনকারী একটি কোম্পানি, কর্পোরেশন, অংশীদারি কারবার বা সমিতি) ভিওআইপি/ওয়াইম্যাক্স ব্যবসা সংক্রান্ত কোনো কর্মকান্ড গ্রহণ করবে না। আবেদনকারী কমিশনের পূর্বানুমোদন ব্যতীত ওয়াইম্যাক্স প্রযুক্তি ব্যবহার করে ইন্টারনেট/ডেটা সেবা প্রদানের জন্য কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করবে না।

(ছ) ---------- বাংলাদেশের টেলিযাগাযোগ আইন সংশ্লিষ্ট নিয়ম/ নির্দেশিকা সকল নিয়ম-কানুন মেনে/পর্যবেক্ষণপূর্বক
(কোম্পানির নাম)
বাংলাদেশে সফলভাবে ইন্টারনেট সেবা প্রদান করবে।

(জ) ---------- এর বিরুদ্ধে বে-আইনী কার্যকলাপ সংশ্লিষ্ট কোনো মামলা বা অভিযোগ নেই।
(কোম্পানির নাম)

(ঝ) ---------- এর মালিক/শেয়ার হোল্ডারের বিরুদ্ধে কোনো মামলা বা অভিযোগ নেই।
(কোম্পানির নাম)

(ঞ) ---------- এর বিরুদ্ধে কখনোই কোনো ভিওআইপি অপারেশনাল কার্যক্রম পরিচালনার সংশ্লিষ্টতা নেই। ----------
(কোম্পানির নাম) (কোম্পানির নাম)

এর বিরুদ্ধে কোনো মামলা নেই বা ভিওআইপি পরিচালনার জন্য কোনো সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত হয়নি এবং আরও ইহা নিশ্চিত করা যাচ্ছে যে, ভবিষ্যতে ভিওআইপি পরিচালনার কোনো সুযোগ নেই।

(ট) ---------- ব্যবসা পরিচালনার জন্য আর্থিকভাবে স্বচ্ছল।

(কোম্পানির নাম)

(ঠ) ---------- বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এবং সকল নিয়মাবলী, প্রবিধানমালা, নির্দেশনাবলী এবং
(কোম্পানির নাম)
বিটিআরসি'র সকল বিজ্ঞপ্তি মেনে চলবে।

এ বিষয়ে যদি কোনো লঙ্ঘন/বিচ্যুতি পাওয়া যায়, তবে আমি/আমরা দায়ী থাকব। এই অঙ্গীকারনামা/ ঘোষণাপত্র সুস্থ মস্তিস্কে নোটারী পাবলিকের সামনে প্রস্তুত করা হয়েছে, এবং আমি/আমরা আরও ঘোষণা করছি যে, আমার/আমাদের জ্ঞান এবং বিশ্বাস অনুযায়ী এই অঙ্গীকারনামা/ ঘোষণাপত্র/ হলফনামায় বর্ণিত সকল তথ্য এবং তারিখ সঠিক।

নিম্নস্বাক্ষরকারী, আবেদনকারী বা এই হলফনামায় প্রতিনিধিত্ব এবং স্বাক্ষর করার নিমিত্তে আবেদনকারীর দ্বারা যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

(পরিচালক/সচিব/অংশীদার/যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি/আইনজীবী/ব্যক্তি বা আবেদনকারীর পক্ষে)

সাক্ষী

১। ---------- ২। ----------

আমার সামনে শপথ ও স্বাক্ষর করেছেন

----------দিন ---------- ২০---------, সময় ----------

নোটারী পাবলিক

পরিশিষ্ট-৫

[গাইডলাইনের অনুচ্ছেদ ১৭]

[ব্যাংক জামানত এর নমুনা]

[নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প]

[তারিখ]
[ব্যাংকের নাম] (ব্যাংক)
[ঠিকানা]

প্রতি: বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন
[ঠিকানা]

বিষয়: ''বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন'' এর অনুকূলে ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা/ ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকা/ ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা/ ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এর ব্যাংক জামানত নং- ....., তারিখ: .../.../.....।

জনাব

এই ব্যাংক জামানত (অতঃপর 'জামানত' মর্মে অভিহিত), **[জাতীয় আইএসপি অথবা বিভাগীয় আইএসপি অথবা জেলা আইএসপি অথবা উপজেলা/থানা আইএসপি]** সার্ভিস পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ (সংশোধিত) এর অধীনে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স নং .....; তারিখ:.....এর অনুচ্ছেদ.....অনুসারে..... এর অনুকূলে (অতঃপর 'লাইসেন্সধারী' মর্মে অভিহিত) জারি করা হয়েছে। এই জামানত লাইসেন্সের শর্তাবলীর অধীনে বাৎসরিক পাওনা আদায়ের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা জামানত হিসেবে গণ্য হবে।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পাওনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে বাৎসরিক ফি এর সমপরিমাণ বা তার ভগ্নাংশ পরিমাণ অর্থ উক্ত জামানত থেকে নগদায়ন করা হবে। **কমিশন বকেয়া পাওনা/ জরিমানা আদায় করার জন্য যেকোনো পরিমাণ অর্থ জামানত হতে নগদায়ন করতে পারবে।** অনাদায়ী বকেয়া পাওনা আদায়ে সম্পূর্ণ জামানত নগদায়ন করতঃ কমিশন লাইসেন্স বাতিলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ব্যাংক এতদ্বারা ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী (আইএসপি) লাইসেন্সে বর্ণিত ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ)টাকা /২,০০,০০০ (দুই লক্ষ)টাকা/ ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা/ ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এর সম্পূর্ণ অথবা যেকোনো পরিমাণ অর্থ নিম্নোক্ত শর্তানুসারে কমিশনকে প্রদানের অপ্রত্যাহারযোগ্য জামানত ও অঙ্গীকার করছে:

ক) কমিশন হতে লিখিত দাবী প্রেরণের একই কার্যদিবসে ব্যাংক কর্তৃক অর্থ প্রদান করতে হবে;
খ) কমিশনের লিখিত দাবী যথাযথভাবে এবং কমিশনের একজন ক্ষমতাপ্রাপ্ত উপযুক্ত প্রতিনিধি দ্বারা সম্পাদন করা হয়েছে;
গ) লাইসেন্সধারী বা কোনো তৃতীয় পক্ষের রেফারেন্সের প্রয়োজন ব্যতিরেকে এবং কোনো প্রমাণক ছাড়াই বিনা শর্তে এবং বিনা আপত্তিতে অর্থ প্রদান করা হয়েছে;
ঘ) বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন এর অনুকূলে ক্রস চেকের মাধ্যমে টাকা পরিশোধ করতে হবে।

এই জামানত অপ্রত্যাহারযোগ্য এবং ইহার তারিখ থেকে ০৬ (ছয়) বছর পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। ----------তারিখে জামানতর মেয়াদ শেষ হবে।

লাইসেন্স ও গাইডলাইন অনুযায়ী সম্পূর্ণ অথবা আংশিক অর্থ ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধ না করা হলে এবং অর্থ পরিশোধের বিষয়টি কমিশন দ্বারা লিখিতভাবে নিশ্চিত না করা পর্যন্ত এই জামানতর অধীনে ব্যাংককে বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি বা ছাড় দেয়া হবে না।

এই জামানত বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী ব্যাখ্যা এবং পরিচালিত হবে।

স্বাক্ষরিত

_____

এর পক্ষে

[স্বাক্ষরকারী কর্তৃপক্ষের নাম]

_____

[ব্যাংকের নাম এবং ঠিকানা]

সাক্ষী:

১। স্বাক্ষর:	২। স্বাক্ষর:
নাম:	নাম:
ঠিকানা:	ঠিকানা:

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

বিটিআরসি ভবন, প্লট নং# ই-৫/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ

ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী (আইএসপি)

অপারেটর লাইসেন্স

এর অনুকূলে

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর অধীন

--------/--------/---------- খ্রিঃ তারিখে জারি করা হলো।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

বিটিআরসি ভবন, প্লট নং# ই-৫/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ

ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী (আইএসপি)
অপারেটর লাইসেন্স

লাইসেন্স নম্বর:		**তারিখ:**	

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর ধারা ৩৬ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে
(২০০১ সালের XVIII নং আইন)
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন কর্তৃক

এর মালিক/অংশীদার/ব্যবস্থাপনা পরিচালক/চেয়ারম্যান/সিইও এর অনুকূলে নিবন্ধিত ঠিকানা

কর্তৃক বাংলাদেশের অভ্যন্তরে
ইন্টারনেট সেবা
সংশ্লিষ্ট সিস্টেম স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার মাধ্যমে
এই লাইসেন্সে উল্লিখিত শর্ত অনুযায়ী সেবা প্রদানের জন্য
নন-এক্সক্লুসিভ ভিত্তিতে
পরিশিষ্টসহ নিম্নলিখিত পৃষ্ঠাগুলিতে প্রদত্ত শর্তাবলীর অধীনে
লাইসেন্সটি অনুমোদন করা হলো।

তালিকা

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
	মূখবন্ধ/ ভূমিকা	৩৭
১	লাইসেন্সের আওতা	৩৮
২	লাইসেন্সের মেয়াদ	৩৮
৩	লাইসেন্স নবায়ন	৩৮
৪	ফিস এবং চার্জ	৩৮
৫	ব্যাংক জামানত	৩৮
৬	কার্যক্রম শুরু	৩৯
৭	সিস্টেমস	৩৯
৮	সার্ভিসেস	৩৯
৯	ট্যারিফ	৪০
১০	নেটওয়ার্ক এবং সংযোগ	৪০
১১	রোলআউট সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতা	৪০
১২	অবকাঠামো (FACILITIES) শেয়ারিং	৪০
১৩	তথ্য, পরিদর্শন, প্রতিবেদন এবং পর্যবেক্ষণ	৪০
১৪	সংশোধন	৪০
১৫	মালিকানা পরিবর্তন	৪০
১৬	ভোক্তা সুরক্ষা	৪১
১৭	হস্তান্তর, অর্পণ এবং জামানত হিসাবে বন্ধক	৪১
১৮	আইনসম্মতভাবে আড়িপাতার ব্যবস্থা (এলআই)	৪১
১৯	অভিভাবকের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সংক্রান্ত নির্দেশিকা	৪১
২০	স্থগিতকরণ, বাতিলকরণ এবং জরিমানা	৪১
২১	লাইসেন্স স্থগিত ও বাতিলের প্রভাব	৪১
২২	বিবিধ	৪২

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

বিটিআরসি ভবন, প্লট নং# ই-৫/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ

নং- ..... তারিখ: ...../...../.....

ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী (আইএসপি) অপারেটর লাইসেন্স
(বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর ধারা ৩৬ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জারিকৃত)

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (অতঃপর 'কমিশন' হিসেবে অভিহিত) বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ (অতঃপর 'আইন' হিসেবে অভিহিত) এর ধারা ৩৬ এর অধীনে টেলিযোগাযোগ সেবা পরিচালনার জন্য লাইসেন্স প্রদান ও এ সংক্রান্ত বিধান প্রণয়নের ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

স্বচ্ছতা, ন্যায্যতা, বৈষম্যহীনতা এবং অন্যান্য সকল প্রাসঙ্গিক নীতিগুলি যথাযথ বিবেচনা করে, কমিশন ইন্টারনেট সেবার লাইসেন্স প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

অতএব, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর ধারা ৩৬ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন কর্তৃক আবেদনকারীর.....তারিখের আবেদনপত্র, লাইসেন্স ফি ও অন্যান্য চার্জ পরিশোধের বিষয়সমূহ বিবেচনান্তে.....এর নিবন্ধিত প্রধান কার্যালয় .....এর অনুকূলে ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য.....তারিখ হতে.....তারিখ পর্যন্ত .....এর সর্বত্র ইন্টারনেট সেবা প্রদানের লক্ষে সংশ্লিষ্ট সিস্টেম স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনার লক্ষে নিম্নলিখিত শর্তাবলী সাপেক্ষে লাইসেন্স প্রদান করা হলো:

১। লাইসেন্সের আওতা

১.১ প্রান্তিক গ্রাহকদের সকল ধরনের ইন্টারনেট/ডেটা এবং আইপি-ভিত্তিক সেবা লাইসেন্সধারী প্রদান করবে।

১.২ এনটিটিএন অপারেটর হতে ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক লিজ/সাব-লিজ লাইসেন্সধারী গ্রহণ করবে। তবে এনটিটিএন সেবার অপ্রাপ্যতার ক্ষেত্রে আইএসপি অপারেটরগণ ইনফ্রাস্ট্রাকচার শেয়ারিং গাইডলাইনের বিধান অনুসরণপূর্বক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে। লাইসেন্সধারী, কমিশন থেকে যথাযথ নির্দেশনা এবং অনুমোদন গ্রহণ সাপেক্ষে ওয়াইফাই প্রযুক্তি ব্যবহার করে গ্রাহকদের সেবা প্রদান করতে পারবে।

১.৩ লাইসেন্সধারী নিজস্ব প্রান্তিক সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে গ্রাহকদের ইন্টারনেট/ডেটা সেবা প্রদান করতে পারবে। তবে উক্ত প্রান্তিক সংযোগের দৈর্ঘ্য মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য ০৩ (তিন) কিলোমিটার এবং মেট্রোপলিটন এলাকা ব্যতীত অন্যান্য এলাকার জন্য ০৬ (ছয়) কিলোমিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। প্রান্তিক সংযোগের ক্ষেত্রে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সকল নির্দেশ/নির্দেশনা লাইসেন্সধারী অনুসরণ করবে।

২। লাইসেন্সের মেয়াদ

কমিশন মেয়াদের পূর্বে বাতিল না করলে লাইসেন্সের মেয়াদ সাধারণভাবে ০৫ (পাঁচ) বছর হবে।

৩। লাইসেন্স নবায়ন

৩.১ লাইসেন্সধারী তার লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হওয়ার ১৮০ (এক শত আশি) দিনের পূর্বে নবায়নের জন্য আবেদন করবে, অন্যথায় আইন অনুযায়ী লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর লাইসেন্স বাতিল হয়ে যাবে। যদি বৈধ লাইসেন্স ছাড়া লাইসেন্সধারী তার ব্যবসা কার্যক্রম অব্যাহত রাখে, তাহলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৩.২ অনুচ্ছেদ নং ০২ এ উল্লিখিত প্রাথমিক মেয়াদান্তে আইএসপি লাইসেন্সধারীরা পরবর্তী প্রত্যেক ০৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদের জন্য প্রয়োজনীয় ফি এবং চার্জ প্রদান করে এবং/অথবা সরকার/কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত শর্তসাপেক্ষে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে নবায়ন করতে পারবে। প্রয়োজনীয় তথ্য সহ আবেদন পত্রের নমুনা ফর্ম পরিশিষ্ট-৩ এ সন্নিবেশ করা আছে।

৪। ফিস এবং চার্জ

৪.১ লাইসেন্সধারীকে কমিশন বরাবর প্রয়োজনীয় ফি এবং চার্জ (অফেরতযোগ্য) প্রদান করতে হবে। ফি এবং চার্জ অফেরতযোগ্য। বিস্তারিত ফি এবং চার্জের স্মারণী গাইডলাইনের অনুচ্ছেদ নং ১৬ এ উল্লেখ রয়েছে।

৪.২ এই গাইডলাইন অনুযায়ী বর্ণিত ফি এবং চার্জ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। তবে নির্ধারিত তারিখ অতিক্রান্ত হওয়ার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে বকেয়া রাজস্ব পরিশোধ করা যেতে পারে, এক্ষেত্রে, লাইসেন্সধারীকে জরিমানা হিসাবে বার্ষিক ১৫% হারে বিলম্ব ফি কমিশনকে প্রদান করতে হবে। যদি নির্ধারিত ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে বিলম্ব ফি সহ অর্থ প্রদান করা না হয়, তাহলে এই ধরনের ব্যর্থতার ফলে লাইসেন্সটি বাতিল হিসেবে গণ্য হতে পারে।

৫। ব্যাংক জামানত

৫.১ লাইসেন্স প্রদানের তারিখ হতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে গাইডলাইনের অনুচ্ছেদ ১৬ অনুযায়ী লাইসেন্সধারী একটি নির্ধারিত ফর্ম (পরিশিষ্ট-৫) এর মাধ্যমে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) এর অনুকূলে যেকোনো তফসিলি ব্যাংক [বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ (১৯৭২ এর পি.ও. নং ১২৭)] কর্তৃক ইস্যুকৃত ব্যাংক জামানত প্রদান করবে। এই জামানত অপ্রত্যাহারযোগ্য এবং এটি আইএসপি লাইসেন্সের সম্পূর্ণ মেয়াদকাল পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

৫.২ এই ব্যাংক জামানত প্রাথমিকভাবে জারির তারিখ হতে ৩ (তিন) বছর পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। প্রাথমিক মেয়াদান্তে লাইসেন্সধারী পরবর্তী ৩ (তিন) বছরের জন্য ব্যাংক জামানত জমা প্রদান করবে এবং অনুরূপভাবে পরবর্তী মেয়াদের জন্য ব্যাংক জামানত জমা প্রদান অব্যাহত রাখবে।

৫.৩ এই ব্যাংক জামানত লাইসেন্সের শর্তাবলীর অধীনে বার্ষিক প্রদেয় পাওনার জন্য নিরাপত্তা জামানত হিসেবে গণ্য হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পাওনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে বাৎসরিক ফি এর সমপরিমাণ বা তার ভগ্নাংশ পরিমাণ অর্থ উক্ত জামানত থেকে নগদায়ন করা হবে। ***কমিশন বকেয়া পাওনা/ জরিমানা আদায় করার জন্য যেকোনো পরিমাণ অর্থ জামানত হতে নগদায়ন করতে পারবে।*** অনাদায়ী বকেয়া পাওনা আদায়ে সম্পূর্ণ জামানত নগদায়ন করতঃ কমিশন লাইসেন্স বাতিলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৬। কার্যক্রম শুরু

লাইসেন্স জারির তারিখ থেকে ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে লাইসেন্সধারী অপারেশনাল কার্যক্রম শুরু করবে। যথাযথ কারণ উল্লেখসহ সময়সীমা বৃদ্ধির বিষয়ে লাইসেন্সধারীর কাছ থেকে আবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে কমিশন সময়সীমা বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে, অন্যথায় লাইসেন্স বাতিল করা হতে পারে।

৭। সিস্টেমস

সকল আইএসপি লাইসেন্সধারী ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারনেট গেটওয়ে (আইআইজি) এর সাথে সংযুক্ত থাকবে। লাইসেন্সধারী এনটিটিএন অপারেটরের নিকট থেকে ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক লীজ গ্রহণ করবে। লাইসেন্সধারী কমিশনের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে যথাযথ নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক ওয়াইফাই সেবা/প্রযুক্তি ব্যবহার করে গ্রাহকদের সেবা প্রদান করতে পারবে। অভ্যন্তরীণ আন্তঃঅপারেটর ডাটা ট্রাফিকের জন্য লাইসেন্সধারী ন্যাশনাল ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জ (এনআইএক্স) এর সাথে সংযুক্ত থাকবে।

৮। সার্ভিসেস

৮.১ আইএসপি লাইসেন্সধারী সকল প্রকার ইন্টারনেট/ডাটা এবং আইপিভিত্তিক সেবা প্রদান করতে পারবে। নিম্নলিখিত সেবাসমূহ ইহার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, তবে সীমিত নয়:

i) ইন্টারনেট সংযোগ;

ii) ইলেক্ট্রনিক মেইল;

iii) নিউজ গ্রুপ;

iv) ইন্টারনেট রিলে চ্যাট;

v) ফাইল ট্রান্সফার প্রটোকল (এফটিপি) ভিত্তিক সেবা;

vi) আইপি ভিত্তিক যেকোনো উদ্ভাবনী বান্ডেল সেবা;

vii) ইন্সট্যান্ট ম্যাসেজিং।

৮.২ আইএসপি লাইসেন্সধারী কমিশনের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে নিম্নলিখিত সেবাসমূহ প্রদান করতে পারবে:

i) যেকোনো ওভার দ্যা টপ (ওটিটি) সেবা;

ii) ভিডিও কনফারেন্স।

৮.৩ নতুন প্রবিধানমালা/গাইডলাইন/নির্দেশনা/আদেশ জারি না হওয়া পর্যন্ত আইএসপি লাইসেন্সধারী ওভার দ্যা টপ (ওটিটি) এবং ইন্টারনেট অব থিংস (আইওটি) সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কমিশন হতে সময়ে সময়ে পূর্বানুমোদন গ্রহণ করবে। আইএসপি লাইসেন্সধারী কমিশন থেকে সময়ে সময়ে পূর্বানুমোদন গ্রহণ সাপেক্ষে ইন্টারনেট সংক্রান্ত নতুন সেবা প্রদান করতে পারবে।

৮.৪ ট্রিপল প্লে (ডাটা, ভয়েস এবং ভিডিও) সংক্রান্ত সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে আইএসপি লাইসেন্সধারী সময়ে সময়ে কমিশন কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশিকা/গাইডলাইন/আদেশ অনুসরণ করবে।

৮.৫ আইএসপি লাইসেন্সধারী তথ্য মন্ত্রণালয়ের শর্তপূরণ সাপেক্ষে আইপিটিভি সেবা প্রদান করতে পারবে।

৯। ট্যারিফ

৯.১ কমিশন, প্রয়োজন অনুযায়ী সময়ের সাথে সাথে ট্যারিফ নির্ধারণের অধিকার সংরক্ষণ করবে।

৯.২ গাইডলাইনের অনুচ্ছেদ নং ২১ এ বর্ণিত ট্যারিফের অন্যান্য সকল শর্তাবলী লাইসেন্সধারীর জন্য প্রযোজ্য হবে।

১০। নেটওয়ার্ক এবং সংযোগ

১০.১ জাতীয়, বিভাগীয়, জেলা এবং উপজেলা/থানা আইএসপি লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ ইজারা গ্রহণের জন্য লাইসেন্সপ্রাপ্ত ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারনেট গেটওয়ে (আইআইজি) এর সাথে সংযুক্ত থাকবে।

১০.২ গাইডলাইনের অনুচ্ছেদ নং ২২ এ বর্ণিত নেটওয়ার্ক এবং কানেক্টিভিটি সংক্রান্ত সকল শর্তাবলী লাইসেন্সধারীর জন্য প্রযোজ্য হবে।

১১। রোলআউট সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতা

১১.১ লাইসেন্সধারীকে গাইডলাইনের অনুচ্ছেদ নং ২৩ এ উল্লিখিত রোলআউট বাধ্যবাধকতা পূরণ করতে হবে।

১১.২ লাইসেন্সধারী উপরোল্লিখিত রোলআউট বাধ্যবাধকতা পূরণ করতে ব্যর্থ হলে কমিশন আইএসপি লাইসেন্স বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

১২। অবকাঠামো (FACILITIES) শেয়ারিং

১২.১ অবকাঠামো শেয়ারিং এর পদ্ধতি কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ইনফ্রাস্ট্রাকচার শেয়ারিং গাইডলাইন অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

১২.২ অবকাঠামো শেয়ারিং এর ক্ষেত্রে লাইসেন্সধারী, আইনের শর্তাবলীসহ সকল প্রবিধানমালা/উপ-আইন/গাইডলাইন /নির্দেশনা/পারমিট/আদেশ/বিজ্ঞপ্তি/সিদ্ধান্ত, কমিশন কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত শর্তাবলী ইত্যাদি অনুসরণ করবে।

১৩। তথ্য, পরিদর্শন, প্রতিবেদন এবং পর্যবেক্ষণ

১৩.১ লাইসেন্সধারী সময়ে সময়ে কমিশন কর্তৃক যাচিত সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিসহ প্রয়োজনীয় তথ্য দাখিল করবে।

১৩.২ কমিশনের বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত যেকোনো ব্যক্তির, আইন ও এই গাইডলাইনের বিধানসমূহের অধীনে কার্যক্রম সম্পাদনে কমিশনকে সহায়তা করার লক্ষে লাইসেন্সধারীদের ব্যবসা সম্পর্কিত তথ্যাদি, নথিপত্র এবং অন্যান্য তথ্যের অনুলিপি প্রাপ্তির অবারিত অধিকার ও ক্ষমতা থাকবে।

১৩.৩ গাইডলাইনের অনুচ্ছেদ নং ২৫ এ বর্ণিত তথ্য, পরিদর্শন, প্রতিবেদন এবং পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত শর্তাবলী আইএসপি লাইসেন্সধারীর জন্য প্রযোজ্য হবে।

১৪। সংশোধন

কমিশন আইন এবং প্রবিধানের বিধানের সাথে সঙ্গতি রেখে এই গাইডলাইনের কোনো শর্তাবলী পরিবর্তন, সংশোধন, ভিন্নতা আনয়ন বা প্রত্যাহার এবং জাতীয় নিরাপত্তা, বা জনস্বার্থ, বা অন্য কোনো কারণে প্রয়োজনীয় নতুন শর্তাবলী অন্তর্ভুক্ত করার অধিকার এবং ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

১৫। মালিকানা পরিবর্তন

১৫.১ লাইসেন্সধারী উহার মালিকানায় কোনো পরিবর্তন করার পূর্বে কমিশনের নিকট থেকে লিখিত অনুমোদন গ্রহণ করবে। কমিশনের

লিখিত পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে মালিকানায় কোনো পরিবর্তন বৈধ বা কার্যকর হবে না। এক্ষেত্রে কমিশন বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর ধারা ৩৭(২) (ঝ) অনুসরণ করবে ।

১৫.২ লাইসেন্সধারী কমিশনের লিখিত পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে কোনো শেয়ার হস্তান্তর করবে না বা নতুন শেয়ার ইস্যু করবে না।

১৬। ভোক্তা সুরক্ষা

গাইডলাইনের অনুচ্ছেদ নং ২৯ এ বর্ণিত ভোক্তা সুরক্ষা সংক্রান্ত শর্তাবলী আইএসপি লাইসেন্সধারীর জন্য প্রযোজ্য হবে।

১৭। হস্তান্তর, অর্পণ এবং জামানত হিসাবে বন্ধক

১৭.১ লাইসেন্সধারী তার নেটওয়ার্ক স্থাপনের জন্য কোনো ঋণ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কমিশনকে অবহিত করবে। লাইসেন্স এবং বেতার যন্ত্রপাতি জামানত হিসেবে অর্পন বা বন্ধক রাখা যাবে না। ব্যাংক এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে কমিশনের কোনো দায় থাকবে না।

১৭.২ লাইসেন্স এবং/অথবা এর অধীনে অর্জিত কোনো স্বত্ত্ব সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত হস্তান্তরিত করা যাবে না এবং এই ধরনের হস্তান্তর অকার্যকর হবে।

১৮। আইনসম্মতভাবে আড়িপাতার ব্যবস্থা (এলআই)

লাইসেন্সধারীর অপারেশনাল সিস্টেম আইনসম্মতভাবে আড়িপাতা (এলআই) ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে এবং লাইসেন্সধারী শুধুমাত্র নিজস্ব স্থাপনায় এলআই মনিটরিং ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত থাকবে। লাইসেন্সধারীকে নিজস্ব ওয়াইফাই গ্রাহকের ইন্টারনেটের ব্যবহার শনাক্তকরণ, যাচাইকরণ, অনুমোদন এবং মনিটরিং এর ক্ষেত্রে এলআই এর বিধিবিধান প্রতিপালন নিশ্চিত করতে হবে। লাইসেন্সধারী, কমিশন বা সরকার কর্তৃক সময় সময় জারিকৃত আইনসম্মতভাবে আড়িপাতা (এলআই) ব্যবস্থা সংক্রান্ত সকল বিধি/প্রবিধানমালা/ উপ-আইন/ নির্দেশনা/গাইডলাইন/আদেশ/বিজ্ঞপ্তি/সিদ্ধান্ত ইত্যাদি মেনে চলবে।

১৯। অভিভাবকের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সংক্রান্ত নির্দেশিকা

গাইডলাইনের অনুচ্ছেদ নং ৩৪ এ বর্ণিত অভিভাবকের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সংক্রান্ত নির্দেশিকা সংক্রান্ত শর্তাবলী আইএসপি লাইসেন্সধারীর জন্য প্রযোজ্য হবে।

২০। স্থগিতকরণ, বাতিলকরণ এবং জরিমানা

২০.১ কমিশন, আইনের ধারা ৪৬-এ উল্লিখিত যেকোনো কারণে, এই গাইডলাইনের অধীনে জারিকৃত লাইসেন্সের সকল বা কোনো একটি নির্দিষ্ট অংশ স্থগিত বা বাতিল করতে পারে এবং/অথবা সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে আইনের ধারা ৪৬ (৩) এ উল্লিখিত জরিমানা আরোপ করতে পারবে।

২০.২ এই লাইসেন্সের কোনো শর্ত লঙ্ঘনের জন্য কমিশন আইনের ধারা ৬৩ (৩) এবং ধারা ৬৪ (৩) এর অধীনে জরিমানাও আরোপ করতে পারবে।

২০.৩ গাইডলাইনের অনুচ্ছেদ নং ৩৭ এ বর্ণিত স্থগিতকরণ, বাতিলকরণ এবং জরিমানা সংক্রান্ত শর্তাবলী লাইসেন্সধারীর জন্য প্রযোজ্য হবে।

২১। লাইসেন্স স্থগিত ও বাতিলের প্রভাব

গাইডলাইনের অনুচ্ছেদ নং ৩৭ এ বর্ণিত লাইসেন্স স্থগিতাদেশ এবং বাতিলকরণের প্রভাব সংক্রান্ত শর্তাবলী আইএসপি লাইসেন্সধারীর জন্য প্রযোজ্য হবে।

২২। বিবিধ

২২.১ BWA অপারেটর/সেলুলার মোবাইল ফোন অপারেটররা ইন্টারনেট এবং ইন্টারনেট সম্পর্কিত সেবা প্রদানের জন্য তাদের নিজস্ব গাইডলাইন অনুসরণ করবে।

২২.২ লাইসেন্সধারী এই গাইডলাইন, লাইসেন্স, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ সহ প্রযোজ্য আইন এবং যেকোনো প্রযোজ্য সহায়ক আইন এবং কমিশন কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে জারিকৃত যথাযথ ও সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় মর্মে বিবেচিত নির্দেশাবলীসহ যেকোনো নতুন আইন প্রতিপালন করবে।

২২.৩ এই গাইডলাইনের কোনো বিধানের প্রকৃত অর্থ বা নিহিতার্থ এর বিষয়ে কোনো বিভ্রান্তি দেখা দিলে, কমিশন উক্ত বিধানের ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করার একক অধিকার এবং কর্তৃত্ব সংরক্ষণ করে। কমিশনের ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত এবং লাইসেন্সধারীর উপর বাধ্যকর হবে।

২২.৪ আইএসপি লাইসেন্সধারীকে সরকার/কমিশন কর্তৃক প্রবিধান বা আইন অনুযায়ী সময়ে সময়ে আরোপিত সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল সংক্রান্ত ফি প্রদান করতে হবে।

২২.৫ কমিশন যে কোনো সময় লাইসেন্সধারীর বার্ষিক কারিগরি, আর্থিক ও কমপ্লায়েন্স অডিটের উদ্যোগ গ্রহণ করবে। কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত নিরীক্ষাদল যে কোনো বছরের জন্য লাইসেন্সধারীর কারিগরি, আর্থিক এবং কমপ্লায়েন্স এর অবস্থা নিরীক্ষা করার অধিকার থাকবে। লাইসেন্সধারীকে নিরীক্ষাদল কর্তৃক যাচিত সকল প্রাসঙ্গিক তথ্য এবং নথি প্রদান করতে হবে। লাইসেন্সধারী দেশের আইন অনুযায়ী কারিগরি এবং আর্থিক নিরীক্ষার জন্য সকল প্রাসঙ্গিক ডেটা/তথ্য সংরক্ষণ করবে। কারিগরি, আর্থিক এবং কমপ্লায়েন্স অডিট সংক্রান্ত কমিশনের নির্দেশনা (directives)/সিদ্ধান্ত (decisions)/নির্দেশ (instructions) লাইসেন্সধারী বাধ্যতামূলকভাবে মেনে চলবে। প্রয়োজন অনুযায়ী লাইসেন্সধারীর কম্পিউটারাইজড অ্যাকাউন্টিং সিস্টেমে কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত নিরীক্ষাদলের প্রবেশাধিকার থাকবে।

২২.৬ সকল প্রকার যোগাযোগ লিখিত আকারে হবে এবং লাইসেন্সধারীদের ব্যবসায়ের নিবন্ধিত ঠিকানায় প্রেরণ করা হবে। তবে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে, কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী যোগাযোগের ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক মাধ্যম (ই-মেইল ইত্যাদি) ব্যবহার করা হবে।

২২.৭ লাইসেন্সধারী টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে সকল আন্তর্জাতিক কনভেনশন এর নিয়মনীতি কমিশন কর্তৃক অব্যাহতি প্রদান না করা পর্যন্ত মেনে চলবে।

২২.৮ কমিশন এবং/অথবা অন্য কোনো সরকারি বিভাগ লাইসেন্সধারীর কর্মচারী, এজেন্ট বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিদের কার্যক্রমের ফলশ্রুতিতে উদ্ভুত বা তাদের সাথে সম্পর্কিত কোনো ক্ষতি (loss/damage), দাবি ও চার্জ বা ব্যয়ের জন্য দায়ী থাকবে না।

২২.৯ কমিশন তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে লাইসেন্সের শর্তাবলী কমিশনের বা অন্য কোনো সরকারি ওয়েবসাইটসহ যেকোনো মাধ্যমে এবং ছকে যেকোনো উপযুক্ত পদ্ধতিতে প্রকাশ করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

২২.১০ ট্রাফিক বিশ্লেষণের ফলাফল হতে লাইসেন্সধারী যদি বুঝতে পারে যে, আন্তর্জাতিক ভয়েস/আইপি ট্রানজিট ট্রাফিক স্বাভাবিক বা এনক্রিপ্টেড ফরম্যাটে তার ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে বা যদি তার (লাইসেন্সধারীর) সংযোগের কোনো অবৈধ ব্যবহার সনাক্ত করে, তবে লাইসেন্সধারী অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট সহায়ক দলিলাদি/প্রমাণকসহ কমিশনে প্রতিবেদন দাখিল করবে।

২২.১১ যদি এখানে উল্লিখিত কোনো শর্ত বা বিধান কোনো কারণে বাতিল, অপ্রয়োগযোগ্য বা অবৈধ বলে বিবেচিত হয়, তাহলে সেই শর্ত বা বিধান বিচ্ছেদযোগ্য বলে পরিগণিত হবে এবং লাইসেন্সের অবশিষ্ট অংশ সম্পূর্ণ বলবৎ ও কার্যকর থাকবে।

২২.১২ ইহার সাথে সংযুক্ত পরিশিষ্টগুলি লাইসেন্সের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে।

২২.১৩ লাইসেন্সধারী তার নাম সংশোধন বা পরিবর্তন করার আগে কমিশনের লিখিত পূর্বানুমোদনের জন্য আবেদন করবে।

২২.১৪ যদি বিদ্যমান আইএসপি লাইসেন্স শর্তাবলী এবং এই লাইসেন্সের শর্তাবলীর মধ্যে কোনো বিরোধ দেখা দেয়, সেক্ষেত্রে এই গাইডলাইনের বিধানসমূহ প্রাধান্য পাবে।

২২.১৫ অন্যত্র ভিন্ন কিছু না থাকলে-

(i) সকল শিরোনাম শুধুমাত্র সুবিধার জন্য দেওয়া হয়েছে এবং এই শিরোনামগুলো এই গাইডলাইনকে কোনো বিধানের ব্যাখ্যাকে প্রভাবিত করবে না;

(ii) এই গাইডলাইন-এ ব্যবহৃত একবচন বা বহুবচন শব্দ দ্বারা যথাক্রমে বহুবচন বা একবচনকে বুঝাবে;

(iii) পুরুষবাচক কোনো শব্দ দ্বারা উভয় (পুং/স্ত্রী) লিঙ্গকেই বুঝাবে;

(iv) এই গাইডলাইন-এ 'ব্যক্তি' বলতে কোনো স্বাভাবিক এবং আইনী ব্যক্তিকেও বুঝাবে;

(v) আইন বা গাইডলাইন বা নির্দেশাবলীর (direction)) বলতে সময়ে সময়ে কমিশন কর্তৃক জারিকৃত সংশোধনীকেও অন্তর্ভুক্ত করবে;

(vi) ''অথবা' শব্দটি 'এবং' কে বুঝাবে কিন্তু 'এবং' শব্দটি 'অথবা' কে বুঝাবে না;

(vii) লাইসেন্সে "লেখা" বা "লিখিত" বলতে অফিসিয়াল ফ্যাক্স ট্রান্সমিশন, অফিসিয়াল ই-মেইল বা যোগাযোগের অন্যান্য মাধ্যমকেও বুঝাবে।

২২.১৬ লাইসেন্সের কোনো বিধান কমিশনের পক্ষ থেকে কোনো কাজ বা অনুমোদন দ্বারা মওকুফ করা হয়েছে বলে গণ্য হবে না, কিন্তু শুধুমাত্র কমিশন কর্তৃক স্বাক্ষরিত /জারিকৃত লিখিত দলিল দ্বারা তা করা যাবে। লাইসেন্সের কোনো বিধানের কোনো মওকুফকে অন্য কোনো বিধানের মওকুফ বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে একই বিধানের মওকুফ হিসেবে গণ্য করা হবে না।

২২.১৭ লাইসেন্সধারী স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জন্য সরকার কর্তৃক আরোপিত কোনো ফি/চার্জ প্রদান করবে। লাইসেন্সধারী সরকার কর্তৃক অনুমোদিত নয় এমন কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত অন্য কোনো চার্জ দিতে বাধ্য থাকবে না।

২২.১৮ কমিশনের লিখিত পূর্বানুমোদন ব্যতীত, লাইসেন্সধারী তার বিদ্যমান PoP এর ০১ (এক) কিলোমিটার এলাকার মধ্যে PoP স্থাপন/পরিচালনা করতে পারবে না।

২২.১৯ সকল পর্নোগ্রাফি সম্পর্কিত ওয়েবসাইট আইএসপি লাইসেন্সধারী তাদের নিজ নিজ ব্যান্ডউইথ প্রদানকারীর অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারনেট গেটওয়ে (আইআইজি)/ ন্যাশনাল ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জ (এনআইএক্স) এর সহায়তায় ব্লক এবং বন্ধ করে দেবে।

২২.২০ কোনো ব্যক্তি কোনো বৈধ কারণ ছাড়া আইএসপি সেবা প্রদানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি বা হস্তক্ষেপ করবে না। যদি কোনো ব্যক্তি উল্লিখিত বিধান লঙ্ঘন করে তাহলে তা অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে এবং বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর আইন অনুসারে উক্ত ব্যক্তি কারাদন্ড বা জরিমানা বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবে।

২২.২১ আইটিসি / এনটিটিএন / আইআইজি / আইএসপি লাইসেন্সধারী যেকোনো সত্তা অন্যান্য আইটিসি / এনটিটিএন / আইআইজি /আইএসপি লাইসেন্সধারীদের সাথে যৌথভাবে অসম প্রতিযোগিতার পরিবেশ তৈরি করে সেবা প্রদান করবে না। যদি লাইসেন্সধারীদের মধ্যে এই ধরনের কার্যক্রম পাওয়া যায়, তাহলে কমিশন তাদের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইন অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২২.২২ এই লাইসেন্স বাংলাদেশে ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী (আইএসপি) এর জন্য রেগুলেটরি এবং লাইসেন্সিং গাইডলাইনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে এবং একইভাবে গাইডলাইনও লাইসেন্সের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে।

এই লাইসেন্সটি বাংলাদেশের প্রচলিত আইন অনুসারে নিয়ন্ত্রিত এবং ব্যাখ্যায়িত হবে। এই লাইসেন্স যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে জারি করা হলো।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন এর পক্ষে স্বাক্ষর এর

তারিখ.....মাস....., ২০.....।

উপ-পরিচালক
লিগ্যাল এন্ড লাইসেন্সিং বিভাগ
বিটিআরসি

২২/০৬/২০২৪
সাজেদা পারভীন
পরিচালক (লাইসেন্সিং)
লীগ্যাল এন্ড লাইসেন্সিং বিভাগ
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন